সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 18
31 MAY - 06 JUNE 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৮
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২২ জুলক্বাদ ১৪৪৫হি.

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা ৭৮ এমপির

চ্যালেঞ্জের মুখে কনজার্ভেটিভ

জনসমর্থন : কনজার্ভেটিভ ২২ শতাংশ, লেবার ৪৪ শতাংশ

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : আগামী ৪ জুলাই বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম সপ্তাহান্তে ২৫ মে শনিবার একটি 'অস্বাভাবিক পদক্ষেপ' নিয়েছেন। জনসম্পৃক্ততা ঘটতে পারে, এমনসব অনুষ্ঠান থেকে দূরে গিয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ট এডভাইজরদের সঙ্গে শনিবারটি কাটিয়েছেন। ৪৪ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এই প্রধানমন্ত্রী তাঁর কনজারভেটিভ পার্টি থেকে পার্লামেন্টের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের গণপ্রস্থানের মধ্যেই সহকারী এবং পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময় কাটিয়েছেন বলে দাবি সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির।

মন্ত্রিপরিষদ সদস্য মাইকেল গোভ ও আন্দ্রেয়া লিডসম আসন্ন নির্বাচনে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে নির্বাচনে অংশ না নেওয়া সংসদ সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮-এ। আসন্ন নির্বাচনে টোরি পার্টি বেশ শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তার মধ্যেই গত ২৪ মে শুক্রবার সামাজিক প্ল্যাটফর্মে পদত্যাগের ঘোষণা দেন মাইকেল গোভ।

পদত্যাগের ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে ঋষি সুনাকের প্রতি আন্দ্রেয়া লিডসম বলেন, 'সতর্ক পর্যবেক্ষণের পর আমি ঠিক করেছি, আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াব না।'

এদিকে, হাউজিং বিষয়ক মন্ত্রী মাইকেল গোভ লিখেছেন, 'রাজনীতিতে কেউই চাকরিজীবী নয়। আমরা স্বেচ্ছাসেবক যারা স্বেচ্ছায় আমাদের ভাগ্য বেছে নিই এবং কাজ করার সুযোগ পাওয়াও চমৎকার। কিন্তু এমন মুহূর্তও আসে যখন আপনি জানেন, চলে ---- ২২ নং পৃষ্ঠা

আজিজ ও বেনজীরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কারা

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সাবেক দুই প্রধান আজিজ আহমেদ ও বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। অবসর নেওয়ার পরও আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবস্থা নেবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি সাবেক পুলিশপ্রধানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

গত ২৬ মে রোববার সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ওই ---- ২০ নং পৃষ্ঠা

মনোনয়ন পেলেননা লেবার পার্টির

স্বতন্ত্র লড়বেন করবিন

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি থেকে মনোনয়ন পাননি দলটির সাবেক প্রধান জেরেমি করবিন। ফলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বরাবরের মতো লন্ডনের ইসলিংটন নর্থ আসন থেকে নির্বাচন করবেন করবিন। এতে ওই আসনে পরাজয়ের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে লেবার পার্টি। ---- ২২ নং পৃষ্ঠা

সংক্রমিত রক্ত কেলেঙ্কারি

যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৩০ হাজার, মৃত ৩ হাজার

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে সংক্রমিত রক্ত কেলেঙ্কারির কারণে অন্তত ৩০ হাজার লোক আক্রান্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত ৩ হাজার মানুষ মারা গেছে। সম্প্রতি এক সরকারি তদন্ত থেকে বিষয়টি উঠে এসেছে। তদন্তে বলা হয়েছে, এই কেলেঙ্কারি কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং চিকিৎসকদের গাফিলতি এবং সরকারের অবহেলার কারণে এমনটা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এই দূষিত রক্তের কারণে যারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের বেশির ভাগই হেপাটাইটিসের বিভিন্ন ধরন ও এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। গত সোমবার ব্রিটিশ হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ব্রায়ান ল্যাংস্টাফ কমিশন এ বিষয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রক্ত ও রক্তসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংক্রমিত উপাদানের কারণে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের সেবা নেওয়া ৩০ হাজার ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ে মারা গেছে অন্তত ৩ হাজার মানুষ।

ব্রায়ান ল্যাংস্টাফ এ বিষয়ে বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাজ্যের সরকারগুলো মুখরক্ষা ও ব্যয় কমানোর স্বার্থে এই সত্য চেপে গেছে। বিষয়টির উন্মোচন যেকোনো ষড়যন্ত্রের চক্রান্তের চেয়েও অনেক বেশি সূক্ষ্ম, বিস্তৃত এবং এর প্রভাব অনেক বেশি

ভয়াবহ ছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বিষয়টিকে দেশটির জাতীয় লজ্জা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন, 'আমি এই ভয়াবহ অন্যায়ের জন্য আন্তরিক ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষমা চাই।' এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

ল্যাংস্টাফ কমিশন সংক্রমিত রক্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের বক্তব্য থেকে যা উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। যেমন অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে মার্কিন বন্দী এবং উচ্চ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছে। পরে সেগুলো শিশুদের শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে এসব শিশু এইচআইভি, হেপাটাইটিস সি'র মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আ বার অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের সম্মতি ছাড়াই তাদের শরীরে সংক্রমিত রক্ত দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ল্যাংস্টাফ বলেন, 'এই বিপর্যয় কোনো দুর্ঘটনা নয়। এই সংক্রমণের ঘটনা ঘটতে পেরেছে কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক, রক্ত সংক্রান্ত পরিষেবা এবং পরবর্তী সরকারগুলোর অবহেলার কারণে। কারণ তারা কেউই রোগীদের সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রথম বিবেচনায় রাখেনি।'

তবে কেবল যুক্তরাজ্যে নয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্সেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে এর আগে অবশ্য ব্রিটিশ সরকার ২০২২ সালে সংক্রমিত রক্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে ১ লাখ পাউন্ড করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। সূত্র : আজকের পত্রিকা

যুক্তরাজ্যে ২০২৮-২৯ সালে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ লাখ

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে ছেলেশিশুদের মধ্যে অটিজম এবং এডিএইচডি বাড়ছে। এই দশকের শেষ নাগাদ প্রায় ১০ লাখ প্রতিবন্ধী শিশুকে স্বাস্থ্যসুবিধা দেওয়া হবে। যুক্তরাজ্যর সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশন (ডিডব্লিউপি) প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৮-২৯ সালে প্রতিবন্ধী ভাতা (ডিএলএ) প্রাপ্ত ১৮ বছরের কম বয়সীদের সংখ্যা ৯ লাখ ৪৮ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে, যা করোনা মহামারির আগের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ এবং ১৪ শিশুর মধ্যে প্রায় একজন প্রতিবন্ধী।

ডিডব্লিউপির ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও দেখা গেছে, সব বয়সী লোকেদের স্বাস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী ভাতার জ ন্য করদাতাদের বছরে ১ হাজার কোটি পাউন্ডের বেশি টাকা সরকারকে দিতে হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ভাতা প্রদান বৃদ্ধির ৫০ শতাংশই শিশু এবং কর্মক্ষমদের পেছনে ব্যয় করা হয়। প্রতিবন্ধিতা বৃদ্ধি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষন্নতা এবং শিশুদের মধ্যে আচরণগত ব্যাধি ও শিখন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

দাবিকৃত অক্ষমতা বা স্বাস্থ্যগত অবস্থাসহ শিশুদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার মোট খরচ ২০২৮ সালের মধ্যে আজকের হিসাবে ৫৭০ কোটি পাউন্ড, যা লকডাউনের আগে ২৫০ কোটি পাউন্ড ছিল। একই সময়ে কর্মক্ষম বেকারদের পেছনে খরচ ৫০ কোটি পাউন্ড থেকে প্রায় ৮০০ কোটি পাউন্ডে দাঁড়াবে। এ ছাড়া পেনশনভোগীদের অতিরিক্ত ১ হাজার ৫৬০ কোটি পাউন্ড দেওয়া হবে।

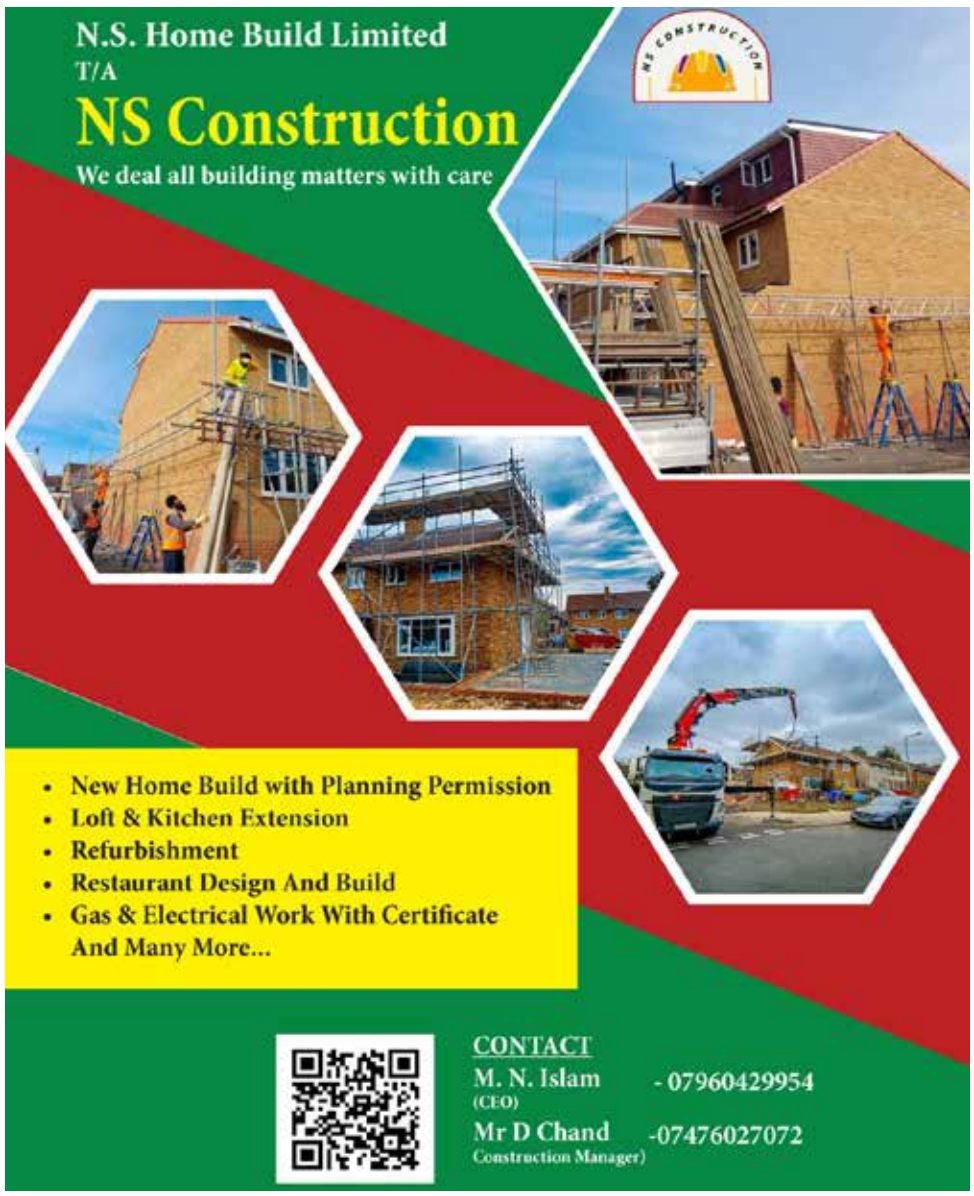

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

হঠাৎ খাবার পানি মজুতের পরামর্শ

বৃটেন কি কোনো দুর্যোগ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে?

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের খাবার, পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম মজুত করার পরামর্শ দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার নতুন একটি ওয়েবসাইট চালু করে এই পরামর্শ দিয়েছে। ব্রিটেনের উপপ্রধানমন্ত্রী অলিভার ডাউডেন এই ওয়েবসাইট উন্মোচন করেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ব্রিটিশ সরকারের - ২০ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে নতুন গৃহকর বাতিলের সিদ্ধান্ত

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট নগরে নতুন গৃহকর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ। গত ২৪ মে শুক্রবার রাত আটটায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এর আগে সিটি করপোরেশন পরিষদ এক জরুরি সাধারণ সভা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নগর ভবনের সভাকক্ষে মেয়র মো. আ - ২০ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন আইন

আবর্জনা ছুড়ে ফেললে ১০০০ পাউণ্ড জরিমানা

লন্ডন, ৩১ মে ২০২৪ : টাওয়ার হ্যামলেটসে যত্রতত্র আবর্জনা ছুড়ে ফেলা বা ফ্লাই-টিপিং, লিটারিং, গ্রাফিতি বা দেয়াল লিখন এবং অন্যান্য পরিবেশগত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা এখন থেকে সর্বোচ্চ অংকের ফিক্সড পেনালটি নোটিশ (এফপিএন) জরিমানার সম্মুখীন হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসকে একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বারা হিসেবে গড়ে তুলতে কাউন্সিলের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, আর্থিক জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি বেআইনি, অসামাজিক এবং ক্ষতিকর পরিবেশগত অপরাধ কমাতে ভুমিকা রাখবে।

পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে : ফ্লাই-টিপিংয়ের (দূর থেকে কোনো কিছু

ছুড়েফেলা) জন্য সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণ ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে নোটিশ পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জরিমানা পরিশোধ করা হলে ৫০০ পাউন্ড ডিসকাউন্ট দেয়া হবে।

লিটারিং (বিন ব্যাগসহ অন্যান্য আবজ র্নার ব্যাগ, বক্স ইত্যাদি যথাযথ স্থানে না ফেলে যত্রতত্র ফেলে রাখা) এর জন্য এখন সর্বোচ্চ জরিমানা হবে ৫০০ পাউণ্ড, যা আগে ছিলো ৮০ পাউন্ড (প্রারম্ভিক - ২০ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

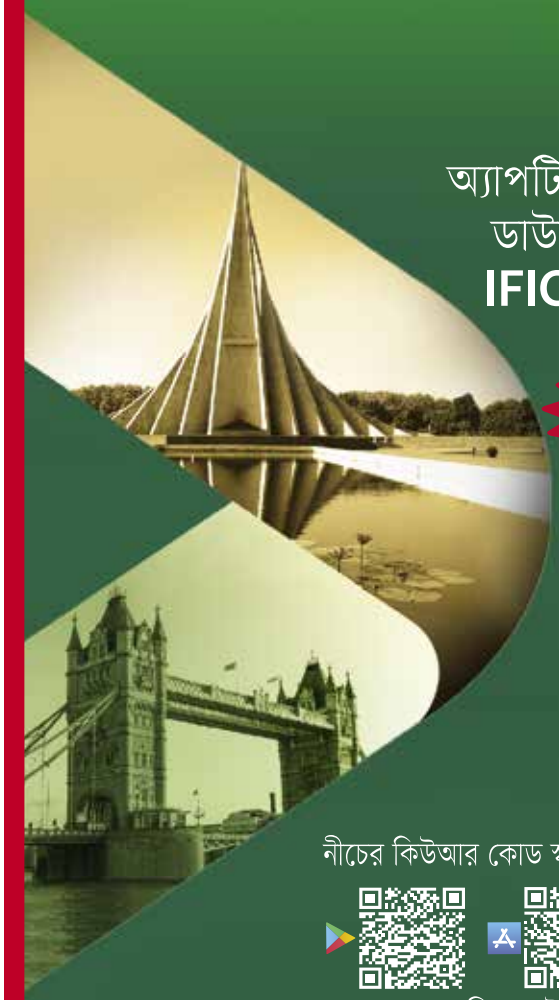

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা
এনএসআই কর্মকর্তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে ১২৬ কোটি টাকা লেনদেন

ঢাকা, ২৯ মে : জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (এনএসআই) একজন কর্মকর্তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে ১৫ বছরে জমা হয় ১২৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। একই সময়ে তুলে নেওয়া হয় ১২৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। স্ত্রীর নামে ব্যবসা দেখানো হলেও ব্যাংকিং লেনদেন করেছেন স্বামী।

ঢাকায় এই দম্পতির আছে একাধিক ফ্ল্যাট, দোকান ও জমি। ঢাকার বাইরে নাটোরে আছে বাড়ি ও জমি। কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপেও জমি কেনা হয়েছে। সাভারের বিরুলিয়ায় আছে সাড়ে ছয়তলা বাণিজ্যিক ভবন।

এনএসআইয়ের কর্মকর্তারা তো মানুষের ওপর নজরদারি করেন। তাঁদের কর্মকর্তারা কোনো অপরাধে জড়াচ্ছেন কি না, সেটিও নজরদারি করা উচিত।

এত সম্পদের মালিক এনএসআইয়ের সহকারী পরিচালক আকরাম হোসেন ও তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া পারভীন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁদের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য পেয়ে দুজনের নামে মামলা করেছে। বর্তমানে এনএসআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আকরাম হোসেনের নামে ৬ কোটি ৭০ লাখ টাকার বেশি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক। এ ছাড়া তিনি দুদকে জমা দেওয়া সম্পদের বিবরণীতে ১ কোটি ৬১ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। আর সুরাইয়ার প্রায় ২১ লাখ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক।

দুদকের উপপরিচালক মশিউর রহমান গত মঙ্গলবার বলেন, আকরাম হোসেন ও সুরাইয়া পারভীনের নামে ২১ মে মামলা করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্তমানে এনএসআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আকরাম হোসেনের নামে ৬ কোটি ৭০ লাখ টাকার বেশি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক।

দুদকের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আকরাম হোসেন এনএসআইয়ের পরিচালকদের সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিবেদন তৈরির ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয় দুদক।

নাটোরের নওপাড়ার বাসিন্দা আকরাম ১৯৮৯ সালে নিম্নমান সহকারী হিসেবে এনএসআইয়ে যোগ দেন। আট বছর পর বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে মাঠ কর্মকর্তা (জুনিয়ার ফিলড অফিসার) হন। ২০১৬ সালে পদোন্নতি পেয়ে সহকারী পরিচালক হন। দুদক ২০২০ সালে আকরাম ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আকরাম ২০০২ সালে প্রথম নাটোরে ২৪ শতাংশ জমি কেনেন। এরপর বিভিন্ন সময় স্ত্রী ও নিজের নামে ঢাকার দক্ষিণখানে আড়াই শতাংশ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ২০ শতাংশসহ মোট প্রায় ২০৮ শতাংশ জমি কিনেছেন। সবচেয়ে বেশি জমি কিনেছেন ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে।

র‍্যাবের নতুন ডিজি হারুন অর রশিদ

ঢাকা, ২৯ মে : র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) দশম মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ব্যারিস্টার মো. হারুন অর রশিদ।

আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মো. মাহাবুব রহমান শেখ।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ব্যারিস্টার মো. হারুন অর রশিদকে র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হলো। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ আগামী ৫ জুন থেকে কার্যকর হবে। তিনি বর্তমান মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেনের স্থলাভিষিক্ত হবেন। পৃথক আরেক আদেশে খুরশীদ হোসেনকে অবসর দেওয়া হয়েছে।

হারুন অর রশিদের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি গ্রামে। বর্তমানে তিনি ঢাকায় পুলিশ অধিদপ্তরে অতিরিক্ত পুলিশ

মহাপরিদর্শক পদে কর্মরত। এর আগে তিনি পুলিশের ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন।

হারুন অর রশিদ ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে এমএসসি সম্পন্ন করেন। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এলএলবি এবং ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার বাবা আহম্মেদ আলী ছিলেন ব্যবসায়ী। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ।

হারুন অর রশিদ ১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি পুলিশের বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন। পুলিশ সদর দপ্তরে ডিআইজি (লজিস্টিক) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি হন। কর্মজীবনে পুলিশি সেবা আধুনিকায়ন, যেমন- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, অনলাইন জিডি, বিডি পুলিশ হেল্প লাইন এবং সিআইএমএস-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ।

ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি থাকাকালীন তিনি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার পান। তিনি বাংলাদেশ পুলিশ পদক-বিপিএম পেয়েছেন।

দেশে আরেকটা ৭৪'র মতো দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে : গয়েশ্বর

ঢাকা, ২৯ মে : দেশে আরেকটা ১৯৭৪ সালের মতো দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, 'করুণ অবস্থায় আজ দেশের অর্থনীতি। কোন যুবক আজ দেশে থাকতে চায় না। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের চেয়েও বড় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। হয়তো অনেকে বুঝতে পারছে না। রিজার্ভ আছে এখন মাত্র সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলার। অথচ আমাদের প্রয়োজন ৩৫ বিলিয়ন ডলার।'

বুধবার নগরীর কাজীর দেউরীস্থ ভিআইপি ব্যাঙ্কুয়েট হলে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে 'শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে শহীদ জিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

গয়েশ্বর বলেন, 'আমাদের দেশের স্বাধীনতা শুধু কথার মধ্যে দিয়ে আসেনি। এসেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। পাকিস্তানের কর্নেল জানজুয়া জিয়াউর রহমানের হাতে নিহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের সবাই প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা নয়।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের হৃদয়ে জিয়ার নাম লেখা আছে। এ নাম লেখা যায়, মুছা যায় না। জিয়ার ছবি পাহারা দেয়ার জন্য পুলিশ লাগে না। জিয়ার ছবি ছেঁড়ার জন্য কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়নি। কারণ জিয়ার ছবিতে হাত দিতে কেউ সাহস করে না।'

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক ডা. শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব আবুল হাশেম বক্করের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খোন্দকার, বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন মজুমদার, ভিপি হারুনুর রশীদ, শ্রম সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দীন, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক আবু সুফিয়ান।

LONDON BENGALI WEDDING FAIR
2024

LUXE FURNISHING
PRESENTS

IN PARTNERSHIP WITH
THE ROYAL REGENCY LONDON

Sunday 9th June 2024
from 12pm - 6pm
Catwalk 3pm
at The Royal Regency

FREE ENTRY

Follow us on

In Association with

Supported by

Supported by Media

কলতাকায় এমপি আনার খুন রহস্য

সেপটিক ট্যাংক থেকে মাংসপিস, চুল, হাড় উদ্ধার

ঢাকা, ২৯ মে : কলকাতার সঞ্জীভা গার্ডেনসের সেপটিক ট্যাংকে মিলল মাংসপিস। ২৮ মে মঙ্গলবার বিকালের দিকে সেপটিক ট্যাংক ভেঙে ময়লার মধ্যেই কয়েক টুকরা মাংসপিস, কিছু চুল ও মানবদেহের একটি হাড় উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি পুলিশ। তবে সেই মাংসপিস-ই ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মৃতদেহের অংশ কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। কলকাতার সিআইডি বলছে, ডিএনএ পরীক্ষার পরই এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে।

অন্যদিকে, এমপি আনার হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড আক্তারুজ্জামান শাহিন ও তার সহযোগী সিয়ামকে ফেরাতে ইন্টারপোলে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্টার ব্যুরো (এনসিবি)। যুক্তরাষ্ট্র ও নেপালের এনসিবির কাছে সহায়তা চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ সদর দফতরের এনসিবি শাখা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এমপি আনারের লাশ কিংবা এর খন্ডিতাংশ খুঁজতে খাল থেকে সেপটিক ট্যাংক, কোনো কিছুই বাদ রাখছে না পুলিশ। বর্তমানে ভারতের কলকাতায় অবস্থানরত ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ও ভারতে গ্রেফতারকৃতদের দেওয়া তথ্যে রীতিমতো চষে বেড়াচ্ছেন সম্ভাব্য স্থানগুলো। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডির এডিজি অখিলেশ চতুর্বেদী ফোনে সেপটিক ট্যাংক থেকে মাংস পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সেটি মানুষের মাংস কি না বা এমপি আনারের লাশের টুকরা কি না তা এখনো বলার সময় আসেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জানা গেছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বিকালের দিকে সঞ্জীভা গার্ডেনসের বিইউ-৫৬ ব্লকের পেছনে যে সেপটিক ট্যাংক আছে, তাতে লাশের টুকরার সন্ধানে অভিযান চালান কলকাতা সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তারা। লোক নামিয়ে সেই সেপটিক ট্যাংক থেকে ময়লা বাইরে বের করা হয়। আর সেই

ময়লার ভিতর থেকে সাদা রঙের প্রায় কয়েক কেজি মাংস উদ্ধার করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তাদের ধারণা, এটি খুন হয়ে যাওয়া এমপি আনারের লাশ হলেও হতে পারে।

সিদ্ধেশ্বর মন্ডল নামে সঞ্জীভা আবাসনের তিন নম্বর গেটের উলটোদিকে থাকদারি গ্রামের বাসিন্দা নিজের চোখে সেপটিক ট্যাংক থেকে সেই লাশের টুকরা উদ্ধার করতে দেখেন। তার দাবি- ওই সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনা খুলে প্রায় ৩ থেকে ৪ কেজি মাংসের কিমা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনা দেখে ছবিও তুলতে যান তিনি। যদিও তদন্ত কর্মকর্তারা তাকে সেই ছবি তুলতে বাধা দেন।

সিদ্ধেশ্বর জানান, এদিন বিকালে তার ভগ্নিপতি ভূষণ শিকারি ওই সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের দায়িত্বে ছিলেন। সেই খবর পেয়েই তিনি ট্যাংকের কাছে যান। মাংস উদ্ধারের পর সেই ছবিও মোবাইলে ধারণ করতে যান তিনি। আর তখনই সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তারা তাকে ভিডিও করতে নিষেধ করেন। তার দাবি এই লাশের টুকরা এমপি আনারের। জানা গেছে, কিলিং মিশনে অংশ নেওয়া আসামিরা গ্রেফতারের পর হত্যার বর্ণনা ও লাশ গুমের কথা স্বীকার করে বিভিন্ন তথ্য দিলেও হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র ও যে লাগেজে মৃতদেহ গুম করা হয়েছে সেটিরও কোনো খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো কলকাতার কৃষ্ণমাটি ভাঙর এলাকার বাগজোলা খালে এমপি আনারের মৃতদেহ উদ্ধার অভিযান পরিদর্শন করেছে ঢাকার ডিবি পুলিশের প্রতিনিধি দল। তবে মৃতদেহ বা মৃতদেহের অংশ উদ্ধার না হলেও এ মামলা নিষপত্তি কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন ডিবিপ্রধান হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, কলকাতার সিআইডি কর্মকর্তারা প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছেন। বাংলাদেশ থেকে পাওয়া তথ্য এখানকার আসামির সঙ্গে কথা বলে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এখানকার আসামিকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে আমরা প্রাপ্ত তথ্যের হুবহু মিল পেয়েছি। তাছাড়া একজন জীবন্ত মানুষ (এমপি আনার) সঞ্জীভা গার্ডেনসে ঢুকছেন, সেই নারী ঢুকলেন, তার ডিজিটাল এভিডেন্স রয়েছে। কিন্তু এমপি ওই আবাসন থেকে বেরোলেন না, তারও প্রমাণ রয়েছে। আবার সন্দেহভাজন কিছু ব্যক্তিকে বের হতে দেখা গেছে।

হারুন অর রশীদ বলেন, আমার মনে হয় ভারত এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, ডিজিটাল এভিডেন্স, আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, পিসিপিআর (প্রিভিয়াস কনভিকশন অ্যান্ড প্রিভিয়াস রেকর্ড)- এ বিষয়গুলো আমলে আনবেন। সেক্ষেত্রে এ হত্যাকান্ডের বিচার করা কষ্টকর হবে বলে আমি মনে করি না।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

বিমান টিকিটে ভয়ংকর সিন্ডিকেট

মালয়েশিয়া রুটে ৩০ হাজারের টিকিট ১ লাখ

ঢাকা, ২৯ মে : মালয়েশিয়া যেতে বাংলাদেশি নতুন কর্মীদের সময় শেষ হচ্ছে শুক্রবার। এই ডেডলাইনের সুযোগ নিয়ে একটি সিন্ডিকেট চক্র মালয়েশিয়া রুটের টিকিট বিক্রি করছে কয়েকগুণ বেশি দামে। ২৫-৩০ হাজার টাকার টিকিটের দাম ১ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

কর্মীদের সুবিধার্থে চারটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করছে বাংলাদেশ বিমান। বাংলাদেশ বিমান সূত্র বলছে, মালয়েশিয়া থেকে ফেরার সময় খালি ফ্লাইট আসবে বলে বাড়তি দাম ধরা হয়েছে। বিশেষ ফ্লাইটের টিকিট ৬৮ হাজার থেকে শুরু করেছে বিমান। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি অনলাইন থেকেও কেনার সুযোগ রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া আরও চারটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার জন্য গত রবিবার মালয়েশিয়াকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর যেতে উড়োজাহাজের টিকিটের সর্বোচ্চ দাম থাকে সাধারণত ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। চলতি মাসের শুরু থেকেই তা তিন গুণের বেশি হয়ে যায়। মাসের মাঝামাঝি সময়ে এটি ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা হয়। এখন আর কোনো উড়োজাহাজের আসন ফাঁকা নেই। বিমানের বিশেষ ফ্লাইটের টিকিটের দামও ১ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। গতকাল কয়েক দফা চেষ্টা করেও ওয়েবসাইটে কোনো টিকিট পাওয়া যায়নি। ৩১ মে পর্যন্ত সব টিকিট 'সোলড আউট' দেখাচ্ছে, মানে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। বিমানের টিকিট বাণিজ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ করেছেন ফারিয়েল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইথার

ফারিয়েল হামিদ। ২৬ মে পাঠানো অভিযোগে বলা হয়, মালয়েশিয়া যেতে বিমানের ঘোষিত বিশেষ ফ্লাইটে সরাসরি টিকিট করতে পারছে না এজেন্সি। গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে (জিডিএস) ফ্লাইটের টিকিট দেখাচ্ছে না। এ সুযোগে বিমানের কর্মকর্তারা দুর্নীতি করছেন। এতে টিকিটের দাম ১ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালের জুলাইয়ে নতুন করে চালু হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এরপর এখন পর্যন্ত সাড়ে ৪ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন। কর্মী পাঠানো নিয়ে অনিয়ম, দেশটিতে গিয়ে কর্মীদের চাকরি না পাওয়া ও শ্রম শোষণের অভিযোগ করেছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ কারণে আবারও শ্রমবাজার বন্ধ করে দিয়েছে মালয়েশিয়া। তবে ইতোমধ্যে অনুমোদিত কর্মীদের দেশটিতে যেতে ৩১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এতে চলতি মাসে উড়োজাহাজ টিকিটের চাহিদা বেড়ে যায়। বাংলাদেশে মালয়েশিয়া যাওয়ার টিকিটের দাম এমনিতেই বেশি। ভারতের কলকাতা থেকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর যেতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। একই গন্তব্যে যেতে ঢাকা থেকে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। স্বাভাবিক সময়েই যেখানে ঢাকা থেকে মালয়েশিয়া যাওয়ার সবচেয়ে কম দামের টিকিট ২৪-২৫ হাজার টাকা, সেখানে কলকাতা টু মালয়েশিয়া টিকিটের মূল্য ১৪-১৫ হাজার টাকা। তার মানে, সব সময়ই টিকিটের দাম বেশি থাকে। আর এখন সংকটের সুযোগ নিয়ে চড়া দামে টিকিট বিক্রি করেছে সরকারি-বেসরকারি উড়োজাহাজ সংস্থা। বিদেশে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) বলছে, মালয়েশিয়া যেতে একজন কর্মী সাড়ে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা খরচ করছেন। এর মধ্যে টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্য খরচ আরও বাড়িয়ে দেয়। টিকিট সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত সব কর্মী পাঠানো যাবে কি না, তা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা আছে। উড়োজাহাজের টিকিট বিক্রির এজেন্সিগুলোর সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ অব বাংলাদেশ (আটাব) বলছে, উড়োজাহাজগুলো জ্বালানি খরচের কথা বলে টিকিটের বাড়তি দাম রাখে। বিভিন্ন উৎসবের সময় এটি আরও বাড়িয়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ সংস্থা বিমানের টিকিটের দাম বাড়লে তার সুযোগ নেয় সব বেসরকারি ও বিদেশি উড়োজাহাজ সংস্থা। চলতি মাসে মালয়েশিয়ায় কী পরিমাণ কর্মী যাবে, তা আগেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জানানোর দরকার ছিল। এতে উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো বাড়তি প্রস্তুতি নিতে পারত। এখন অনেকেই টিকিট পাচ্ছেন না। মালয়েশিয়ায় বাড়তি ফ্লাইট দিতে উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে আটাব।

রোহিঙ্গাদের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

ঢাকা, ২৯ মে : বাংলাদেশে আশ্রিত বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের জন্যে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ মে) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরস (মঙ্গলবার) মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং বাংলাদেশে স্বাগতিক সম্প্রদায় ও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা উভয়ের জন্য দুর্যোগ এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে মোট ৭০০ মিলিয়ন ডলারের দু'টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ২০১৭ সাল থেকে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা মিয়ানমারের সহিংসতার কারণে দেশটি থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক বলেন, রোহিঙ্গা সঙ্কটটি সপ্তম বছরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং টেকসই সমাধানগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে স্বল্পমেয়াদী, জরুরি প্রয়োজনগুলোকেও সমাধান করা প্রয়োজন। তাই বিশ্বব্যাংক এই জটিল সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জানা গেছে, এই ৭০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ২৯২.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান, আর বাকীটা সফট লোন আকারে দিবে বিশ্বব্যাংক।

বাংলাদেশে থাকা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু এবং তাদের অর্ধেকের বয়স ১৫ বছরের নিচে। দুটি প্রকল্পই নারী, শিশু এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ওপর সংকটের ভিন্ন ধরনের প্রভাবকে বিবেচনায় রেখেছে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা; নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার স্পর্শকাতর ও জলবায়ু সহিষ্ণু স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা, নিরাপত্তার জন্য সৌর বিদ্যুতের সড়ক বাতি এবং কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর নারীদের জন্য প্রশিক্ষণসহ নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে প্রকল্প দুটিতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার নতুন সম্পর্ক কৌশলগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

ঢাকা, ২৯ মে : ডোনালড লু যখন গত বছর বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন এই সিনিয়র আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মাটিতে গণতন্ত্রের প্রচারে সোচ্চার হন। সমালোচকরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগকে সতর্ক করেছিলেন। ওয়াশিংটন অবাধ ভোটে প্রতিবন্ধকতার অভিযোগে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু বিরোধীরা নির্বাচন বয়কট করে। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার এবং ভোটকেন্দ্রে কারচুপির অভিযোগে কলঙ্কিত একটি ভোটের মাধ্যমে শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য উভয়ই এই নির্বাচনকে 'অবাধ ও সুষ্ঠু নয়' বলে সমালোচনা করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বাংলাদেশ সরকারকে দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই করার বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বার্তা নিয়ে এই মাসে ঢাকায় আসেন। তার ২০২৩ সালের সফরের মতো এই মার্কিন কূটনীতিক এবারও বিরোধী নেতাদের এবং অধিকার গোষ্ঠীর সাথে বৈঠক এড়িয়ে গেছেন। ওয়াশিংটন এমন একটি দেশে গণতন্ত্রের বিষয়ে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে, সমালোচকদের মতে যে দেশ কিনা দ্রুত কর্তৃত্ববাদের দিকে চলে যাচ্ছে।

ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ নিক্কেই এশিয়াকে বলেন, 'এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিরক্তি সহকারে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে এবং বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে রিসেট

করেছে।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর লু স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচন সম্পর্কে ওয়াশিংটনের পূর্ববর্তী সতর্কতা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং দুদেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও আস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করেছে। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত লু-এর তিনদিনের ঢাকা সফর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি শুধু বলতে পারি যে, তার সফরের সময়, (তিনি) অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক নীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে কথা বলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। বিরোধী দল, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, রাজনীতি বা নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।'

বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় পোশাক রপ্তানিকারকদের মধ্যে একটি দেশ, যখন ওয়াশিংটন চীনের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি মূল্যবান মিত্র হিসাবে ভারত ও মিয়ানমারের পাশাপাশি ১৬৪ মিলিয়নের দেশটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। ওয়াশিংটনের দ্বারা 'অন্যায্য' বলে বিবেচিত বিতর্কিত জানুয়ারির নির্বাচনের মাত্র একমাস পরে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হাসিনাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে বিভিন্ন বিষয়ে একসাথে কাজ করার 'আন্তরিক ইচ্ছা' প্রকাশের পাশাপাশি উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অংশীদারিত্ব নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়।'

ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কৌশলগত তাৎপর্যের দিক থেকে যথেষ্ট মাত্রায় স্বীকৃতি দেয়। তারা বাংলাদেশকে ভারত মহাসাগরের তীরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে দেখে- বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যে একদিকে বেইজিংয়ের সাথে যেমন সম্পর্ক জোরদার করেছে তেমনি নয়াদিল্লির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।' তবুও, লু'র ১৪-১৬ মে সফরের এক সপ্তাহের মধ্যে, মার্কিন সরকার অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশি সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

কুগেলম্যান বলেন, 'আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি একটি অনুস্মারক যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তার মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করেনি। তবে আমি মনে করি না দুদেশের সম্পর্কের উপর এর প্রভাব পড়বে ।

এটি একটি মোটামুটি হালকা শাস্তি - অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অনেক হালকা এবং এটি বর্তমান সরকারকে নয়, একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক নেতাকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে।'

ইলিনয় স্টেটের অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, 'ওয়াশিংটন ব্যবসায়িক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং এখনও বাংলাদেশ সরকারের ওপর কিছুটা প্রভাব বজায় রাখার লক্ষ্যে রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, এই বিবেচনাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অদূর ভবিষ্যতে সম্পর্কের ওপর কোনোরকম টানাপোড়েন এড়াতে সহায়তা করবে। কিন্তু গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ইস্যুগুলোকে সমাধান না করে 'নরম' ইস্যুতে এই ধরনের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশ ও এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতাকে আরও কমিয়ে দেবে।'

বাংলাদেশের অতীতের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরেও বছরের পর বছর ধরে ওয়াশিংটন ঢাকার সাথে তার বার্তা আদান-প্রদান বজায় রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক শাফকাত রাব্বি মনে করেন, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রায় পতন সত্ত্বেও, দেশটি অনেকাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। সুতরাং, আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে -একটি বিশৃঙ্খল, সহিংস, অস্থিতিশীল বাংলাদেশের চেয়ে একটি কম অশান্ত বাংলাদেশ অনেক ভালো, এমনকি সেখানে রাজনৈতিক নিপীড়নের চোরা স্রোত বিদ্যমান সত্ত্বেও। (নিক্কেই এশিয়া থেকে)

রাষ্ট্রদূত পদ পাচ্ছেন ‘আড়াই ঘণ্টার এমপি’

ঢাকা, ২৮ মে : রাজনৈতিক বিবেচনায় একজন শিক্ষকনেতাকে রাষ্ট্রদূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দায়িত্বশীল একাধিক সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ‘আড়াই ঘণ্টার এমপি’ খ্যাত শিক্ষকনেতা শাহজাহান আলম সাজুকে বাহরাইনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মানামা গ্রহণ করলে ৩ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবেন তিনি। স্মরণ করা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মানামায় রাষ্ট্রদূতের পদটি শূন্য। পরিচালক পদমর্যাদার (পররাষ্ট্র ক্যাডার, ৩০তম ব্যাচ) একজন কূটনীতিক চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে ৯ মাস ধরে রুটিন দায়িত্ব পালন করছেন। ক’মাস আগে বাহরাইনে একজন পেশাদার কূটনীতিককে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত দূতকে গ্রহণ করেনি মানামা। ফলে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হয় ঢাকা। ফলশ্রুতিতে শাহজাহান সাজুকে পাঠানোর নতুন ওই সিদ্ধান্ত!

কে এই সাজু, আড়াই ঘণ্টার জন্য তিনি এমপি হন যেভাবে?

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার বৈকণ্ঠপুর (বড়তল্লা) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৬৭ সালে জন্ম সাজু’র। তার পিতা সামসুল হক ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন সরকারি চাকুরে।

সাজু’র শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি এবং মাধ্যমিক অবধি পড়াশোনা আশুগঞ্জে হলেও পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কলেজ জীবন থেকে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। আশুগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠা করেন কারিগরি ও বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় এবং নিজেই অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন।

শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এক সময়কার ছাত্রনেতা সাজু হয়ে ওঠেন শিক্ষকনেতা। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদকই তার মুখ্য পরিচয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাজু’কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব করা হয়। দফায় দফায় চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে তাকে একই পদে রাখা হয়েছে। বিএনপিত্যাগী প্রবীণ সংসদ সদস্য উকিল আব্দুস সাত্তারের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে গত বছরের শেষার্ধে শূন্য হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসন। ১৫ই নভেম্বর ওই আসনে উপনির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে নৌকা তথা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হন ড. শাহজাহান আলম সাজু। পাঁচ দশক আগে ওই আসন থেকে হারিয়ে যাওয়া নৌকা পুনরুদ্ধার করেন তিনি। যদিও সেই নির্বাচনে তীর্থের কাকের মতো ভোটারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন ভোটগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। আশুগঞ্জের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটাভুটির চিত্র সেদিন ভাইরাল হয়েছিল। যাক, নির্ধারিত সময়ে এমপি হিসেবে শপথ নেন বিজয়ী শাহজাহান সাজু। একাদশ সংসদে সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিসেবে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী তার শপথবাক্য পাঠ করান। কিন্তু ততক্ষণে ওই সংসদের কার্যক্রম প্রায় শেষ!

শপথ অনুষ্ঠানের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ার রিজার্ভেশন সত্ত্বেও আগারগাঁওয়ের সেই হুইসেলে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের ডামাডোল বাজতে শুরু করে। দ্বাদশ সংসদের ওই নির্বাচনে শাহজাহান আলম সাজুকে ফের মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ। নিজেকে ‘আড়াই ঘণ্টার এমপি’ হিসেবে উপস্থাপন করে তিনি ভোটের মাঠে নামেন। মুহূর্তেই মেঘনা বিধৌত আশুগঞ্জের নিয়ন্ত্রণ নেন পরিচিত মুখ সাজু। কিন্তু না, সেই ভোটে তিনি টিকতে পারেননি। নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সব সমালোচনা অগ্রাহ্য করে নজিরবিহীনভাবে বিরোধী জাতীয় পার্টির সঙ্গে নীরবে আসন সমঝোতা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সেই ঘটনার বলি হন নৌকার প্রার্থী সাজু। দলীয় সিদ্ধান্ত তথা হাইকমান্ডের নির্দেশে সেদিন বিনাবাক্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য হন তিনি।

জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন এবং ভোটারের কাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে মাঠে খাটেন কৌশলী ছাত্রনেতা থেকে ক্রমে শিক্ষকনেতা হয়ে ওঠা শাহজাহান সাজু। যদিও ৭ই জানুয়ারির আলোচিত সেই নির্বাচনে আশুগঞ্জ আসনে জাপা’র প্রার্থীর ভরাডুবি শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। এমপি হলেও জাতীয় সংসদে অধিবেশনে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকা শাহজাহান সাজুর ঘনিষ্ঠরা বলছেন- ভোটের মাঠ থেকে মাঝপথে সরে দাঁড়ানোর (মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার) বিষয়টি ছিল তার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু তিনি দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন কোনোরকম উচ্চবাচ্য ছাড়াই। তাছাড়া ছাত্র জীবন থেকে দলের জন্য তার ত্যাগও রয়েছে। সব মিলিয়ে ‘পুরস্কার’ হিসেবে হয়তো রাষ্ট্রদূত পদে তার এই মনোনয়ন! সেগুনবাগিচা বলছে, রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে বাহরাইন ছাড়াও বাংলাদেশের আরও ৮টি বৈদেশিক মিশনে পরিবর্তন আসছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদেশে মিশন প্রধান পদে বৃহৎ আকারে এটি হবে দ্বিতীয় রদবদল।

‘অপকর্মের অভিযোগে’ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের দুই কর্মকর্তার অব্যাহতি

ঢাকা, ২৯ মে : গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের আগে ‘অপকর্মের’ খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বুধবার (২৯ মে) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। যাদেরকে বেনজীর আহমেদের মতো সুশীল মনে করি ভালো মনে করি তাদের ব্যাপারে সরকার নিজ উদ্যোগে কোন খোঁজ খবর নেবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ”আজকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির চুক্তি বাতিল হয়েছে। সে বিষয়ে আপনারা সাংবাদিকরা কি রিপোর্ট করেছেন? সেটা এখন পাচ্ছেন।”

তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ”তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ আছে কি না আমি জানিনা। নিশ্চয় তাদের কর্তব্যে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটেছে। সেটা কি রকম আমি তো জানিনা।”

বেনজির ও আজিজ আহমেদের দরকার শেষ সরকারের। তাই তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে, বিএনপ্রি এমন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ”আপনার প্রশ্নটা সঠিক হয়নি, তারা বলছে বেনজির, আজিজ আহমেদরা আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। আমি জানতে চাই, আশরাফুল হুদা, রকিবুল হুদা, কহিনুর এরা কাদের সৃষ্টি। আমি জানতে চাই, দুর্নীতি লুটপাটের বহর হাওয়া ভবন এটা কার সৃষ্টি? এই প্রশ্নের জবাব চাই।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

ব্যারিস্টার সুমনের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

সিলেট, ২৭ মে : চুনারুঘাট-মাধবপুর আসনের এমপি ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন এমপির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার

কাছে এ অভিযোগ করেছেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও প্রার্থী মোঃ আবু তাহের। এমপি সুমন ক্ষমতার অপব্যবহার করে পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাওয়া, অনুদান ঘোষণা এবং নগদ অর্থ প্রদান ও অঙ্গীকার করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, এমপি সায়েদুল হক সুমন চুনারুঘাট উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে টিআর কাবিখা, কাবিটা, টিউবওয়েল, ব্রিজ কালভার্টসহ বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন এবং একই সভায় তার নিকটাত্মীয় রায়হান উদ্দিনকে নির্বাচিত করার জন্য ইশারা ইঙ্গিতসহ নানা কৌশল করে যাচ্ছেন। তিনি তার বাসায় বিভিন্ন পর্যায়ের রাজ নৈতিক নেতাকর্মী ও গণমান্য ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এনে রায়হান উদ্দিনের মোটরসাইকেল প্রতীকের পক্ষে কাজ করার জন্য অনুরোধ ও আহ্বান জানাচ্ছেন। একইসঙ্গে তিনি চা বাগানের চা শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হক বলেন, আমি কোথাও কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইনি। তবে কোনো সন্ত্রাসী যাতে নির্বাচিত না হয় এ বিষয়ে এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছি।

কলকাতায় এমপি আনার হত্যাকাণ্ড

উত্তরায় সেই বাসায় গিয়ে শিলাস্তি সম্পর্কে যা জানা গেল

ঢাকা, ২৭ মে : এমপি আনার হত্যাকাণ্ডে টোপ হিসেবে ব্যবহার হয়েছিলেন শিলাস্তি রহমান। টাঙ্গাইলের বাসিন্দা হলেও উত্তরার একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন তার স্বজনরা। সেখানে শিলাস্তিও মাঝে মাঝে থাকতেন। ২২ বছর বয়সী শিলাস্তি মডেল হতে চেয়ে কয়েক বছর আগে একটি ক্লাবের পার্টিতে অংশ নিয়ে আনার হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী আকতারুজ্জামান শাহীনের নজর কাড়েন। ধনাঢ্য পরিবারের কেউ না হলেও তার চলন-বলনে সবসময় থাকতো আভিজাত্য। সরজমিন জানা গেছে, উত্তরার হাউজ বিলডিংয়ে ১৪ নম্বর সেক্টরের ৯ নম্বর রোডের একটি ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় তলায় দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন শিলাস্তির বাবা মোঃ আরিফুর রহমান। তাদের সংসারের ৫ বছর বয়সী একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। কথা বলতে চাইলে ফ্ল্যাটের কেউ সাড়া দেননি।

নেত্রকোনার বাসিন্দা আবু তাহের ভবনটির কেয়ারটেকার। তার সঙ্গে কথা হয় মানবজমিনের। আবু তাহের বলেন, গত ৮ বছর ধরে ৬ষ্ঠ তলার এই ভবনটিতে তিনি কেয়ারটেকারের কাজ করছেন।

শিলাস্তির বাবার সঙ্গে তার ভালো সখ্যতা রয়েছে। শিলাস্তিরা দুই বোন। তার ছোট বোন ইন্টারমিডিয়েটের শিক্ষার্থী। বাবা আরিফুর রহমান এক সময় প্রবাসী ছিলেন। তখন তার মা রোমানা রহমান আরিফুরকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেন। পরবর্তীতে তার বাবা দেশে ফিরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সেই সংসারে তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

শিলাস্তির ফুফুর দেয়া ভবনটির দ্বিতীয় তলার একটি ফ্লাটে তার বাবা ও চাচা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসবাস করেন। তার বাবা বর্তমানে বেকার। তেমন কিছুই করেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধার্মিক। কিন্তু দুই মেয়ে

তাদের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছেন। শিলাস্তি এবং তার ছোট বোন প্রতি মাসেই কমবেশি বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এসময় তারা ২০ মিনিট থেকে আধাঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে চলে যান। এমনিতে শিলাস্তি এবং তার বোন খুব আলাপি স্বভাবের। বাসায় আসলে বাসার কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গেই কমবেশি কথাবার্তা বলেন। কলকাতার নিউটাউনে হত্যাকাণ্ডের প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন আগেও তার বাবার উত্তরার বাসায় দেখা করতে আসেন। বাসার নিরাপত্তাকর্মী আবু তাহের বলেন, যেহেতু কোনো কাজ নেই তাই প্রতিদিনই দীর্ঘ সময় ধরে তার বাবার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়। গত শনিবারও আরিফুরের সঙ্গে সকালে দেখা হলে অনেকক্ষণ কথা বলেন তারা। তবে এসময় তাকে মেয়ের ঘটনা নিয়ে খুব বেশি বিচলিত হতে দেখা যায়নি। নাম না প্রকাশের শর্তে এক বাসিন্দা বলেন, আমরা প্রথমে জানতাম না এই নামে কোনো মেয়ে কিংবা তার বাবা আমাদের ফ্ল্যাটে বসবাস করেন।

পরবর্তীতে বাসায় গোয়েন্দা পুলিশ, গণমাধ্যমকর্মীরা আসলে বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আমরা রীতিমতো এখন লজ্জা পাচ্ছি একই ফ্ল্যাটে বসবাস করি এটা ভেবে। শিলাস্তিকে মাঝেমধ্যেই তার বাবার বাসায় আসতে দেখেছি। এ সময় তার পোশাক নিয়ে আমরা কিছুটা অবাক হতাম। তার বাবা যেখানে ধার্মিক মানুষ। সেখানে মেয়েরা এমন পোশাক পরছেন এটা ভাবা যায় না। মাঝেমধ্যেই দেখতাম প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে বাসায় আসতেন। তারা দু'বোন হোস্টেলে থাকেন বলে শুনেছি এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আস্থার সংকটের পেছনে দায়ী দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা যে হ্রাস পেয়েছে জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় নির্বাচনেও কম ভোটারের উপস্থিতি তারই প্রমাণ। অবশ্য কেউ কেউ যুক্তি দেখাচ্ছেন দাবদাহের মধ্যে উপজেলা নির্বাচন হওয়ায় ভোটার উপস্থিতি ছিল হতাশাজনক। বাংলাদেশে অতীতে গ্রীষ্মকালে স্থানীয় নির্বাচন হয়নি এমন নয়। কিন্তু কোনো নির্বাচনে ৪০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে তেমন কোনো নজির নেই। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করলেও উপজেলা নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোনো সাড়া পড়েনি। বরং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেশ কয়েকজন বিএনপি-জামায়াত নেতা জয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থার সংকটের পেছনে দায়ী দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি। কলকাতায় ঝিনাইদহের একজন এমপির মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে যেসব তথ্য উঠে এসেছে তা কোনো রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধির ভাবতেও লজ্জা লাগার কথা। উপজেলা নির্বাচনে এ পর্যন্ত সম্পন্ন দুই পর্বে প্রার্থীদের সম্পদের যে তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ মানুষের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ একমাত্র আলাদিনের প্রদীপ পাওয়া কোনো লোক কিংবা বেপরোয়া লুটেরার পক্ষে রাতারাতি এমন সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। উপজেলা নির্বাচনের দুই পর্বে ভোটার সংখ্যা কম হলেও ভোটারদের রায় লুটেরাদের জন্য সাবধান বাণী বলে বিবেচিত হতে পারে। নির্বাচনে গণবিচ্ছিন্ন এমপি-মন্ত্রীদের স্বজনরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন। দেশের একজন প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রীর ভাই উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে তৃতীয় হয়েছেন। আরও বহু উপজেলায় ঘটেছে একই ধরনের প্রত্যাখ্যানের ঘটনা। আমরা আশা করব, রাজনীতির ওপর মানুষের আস্থা অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলো দুর্বৃত্ত ও লুটেরাদের নির্বাচনে প্রার্থী করা শুধু নয়, রাজনীতিতে রাখার ভ্রান্তি থেকে সরে আসার চেষ্টা করবে।

বাংলাদেশের এমপি কেন কলকাতায় খুন হন

সোহরাব হাসান

বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য কলকাতায় খুন হলেন। আর খুনের মূল হোতা হিসেবে যাঁর নাম এসেছে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশি এবং ওই সংসদ সদস্যের বন্ধু।

আমাদের একজন আইনপ্রণেতা এই প্রথম দেশের বাইরে হত্যার শিকার হলেন। এর আগে একাদশ সংসদের লক্ষ্মীপুর-২ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলামকে কুয়েতের আদালত চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন অর্থ ও মানব পাচারের মামলায়। তিনি এখনো সেই দেশের জেলে আছেন। এই দুই ঘটনা রাজনীতির সঙ্গে অপরাধজগতের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৩ মে ভারতের কলকাতায় ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম নৃশংসভাবে খুন হন। ঘটনাটি খুবই নির্মম ও বেদনাদায়ক। ১২ মে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবরে বলা হয়, আনোয়ারুল আজীমকে খুনের জন্য কলকাতার নিউ টাউন এলাকায় বাসা ভাড়া করেন বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আখতারুজ্জামান। আনোয়ারুলকে কৌশলে সেই বাসায় নিয়ে গিয়ে ভাড়াটে লোকদের দিয়ে খুন করা হয়। তাঁদের মধ্যে আমানুল্লাহ (প্রকৃত নাম শিমুল ভূঁইয়া) একসময়কার চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) অন্যতম নেতা। যাঁরা আগে সমাজবিপ্লবের জন্য শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতি করতেন, তাঁরা এখন ভাড়া খাটছেন!

বাংলাদেশে রাজনীতির সঙ্গে অপরাধজগতের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। একসময় বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কলকাতায় আস্তানা গেড়েছিলেন। এখন তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং সেসব স্থান থেকে দেশের অপরাধজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ১৯ মে প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম ছিল, 'বিদেশে থেকেই ঢাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তাঁরা।'

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীমের রাজনৈতিক উত্থান দলবদল ও ক্ষমতার বলয়ের মাধ্যমে। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন বিএনপি নেতা ও পরে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন তিনি। ১৯৯২ সালে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন বিএনপি নেতা হিসেবে।

১৯৯৫ সালে আবদুল মান্নান বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তখন আনোয়ারুলও তাঁকে অনুসরণ করেন। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এলে আনোয়ারুল ভারতে চলে যান।

তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বিস্ফোরক, মাদকদ্রব্য ও স্বর্ণ চোরাচালান, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি এবং চরমপন্থীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ৯টির বেশি মামলা ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে ইন্টারপোল তাঁর নামে রেড অ্যালার্টও জারি করেছিল।

এত নিরাপত্তাব্যূহ, এত কড়াকড়ি, সেটা কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য? ভারতের ভিসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মেডিকেল ভিসার জন্যও মানুষকে দিনের পর দিন ধরনা দিতে হয়। অথচ খুনিরা অনায়াসে ভিসা পেয়ে গেল। খুনিদের কেউ কেউ গেছে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই। কী করে সম্ভব হলো?

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আনোয়ারুল আজীম 'নির্বাসন' থেকে দেশে ফিরে আসেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। মনোনয়ন পেয়েছিলেন আবদুল মান্নান। অন্যদিকে ২০১৪ সালে আজীম মনোনয়ন পেলে আবদুল মান্নান বঞ্চিত হন। তখন থেকেই গুরু-শিষ্যের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আবদুল মান্নান মারা যাওয়ার পর কালীগঞ্জ ও ঝিনাইদহ সদরের একাংশে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আজীমই হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

তিনি ২০১৪ সালের দশম, ২০১৮ সালের একাদশ ও ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থবিত্তের মালিক হন।

শুক্রবার কথা হয় ঝিনাইদহে প্রথম আলোর প্রতিনিধি আজাদ রহমানের সঙ্গে। আনোয়ারুল সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজীম জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। সবাইকে বিপদে-আপদে সহযোগিতা করতেন। অনেক সময় মোটরসাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। আবার তাঁর রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা ও সীমান্তকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দুর্নামও ছিল। আনোয়ারুল আজীম রাজনীতিতে আসার আগে ভিসিআর-ভিসিডির ব্যবসা করতেন। তিনি জাপান থেকে ভিসিআর ও ভিসিডি আমদানি করে ভারতে বিক্রি করতেন। ভারতের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এভাবে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

জিজ্ঞেস করি, আখতারুজ্জামানের সঙ্গে এমপির সম্পর্ক কেমন ছিল? আজাদ বললেন, তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনই ভালো ফুটবল খেলতেন। আজীম পরে রাজনীতিকে সক্রিয় হন। আর আখতারুজ্জামান ডিভি ভিসায় যুক্তরাষ্ট্র চলে যান।

গোয়েন্দা সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, আখতারুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী হলেও তাঁর প্রধান ব্যবসা ছিল সোনা চোরাচালান। আবুধাবি থেকে সোনা নিয়ে এসে তিনি ভারতে বিক্রি করতেন, এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেন আনোয়ারুল আজীম। সম্প্রতি কয়েকটি চালান এমপি গায়েব করে দিয়েছেন, যার দাম হবে ২০০ কোটি টাকা। এই টাকার জন্যই আখতারুজ্জামান পরিকল্পিতভাবে

অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতি যেমন বাহাসে লিপ্ত হয়, আনোয়ারুল আজীমের হত্যার ঘটনায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম প্রশ্ন তুললেন, বন্ধুদেশ কেন আওয়ামী লীগের এমপির নিরাপত্তা দিতে পারল না? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদকে কেন ভারত আদর-যত্নে রেখেছে এত দিন?

এমপিকে খুন করেছেন। অন্য একটি সূত্র বলেছে, বন্ধু শাহীনের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পেতেন এমপি আজীম। ওই টাকা গায়েব করে দিতে হত্যার পরিকল্পনা হতে পারে।

আনোয়ারুল আজীম ছিলেন একজন আইনপ্রণেতা। তাঁর নৃশংস হত্যার বিচার হতে হবে। সেই সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে অপরাধজগতের সম্পর্কটিও উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। সেটি তখনই সম্ভব হবে, যখন মূল অভিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আখতারুজ্জামানকে আইনের আওতায় আনা যাবে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো দ্রুতই খুনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে। ভারতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও দুই আসামিকে পাকড়াও করেছে। তাদের একজন বাংলাদেশের নাগরিক। ভারতীয় নাগরিক একজন গাড়িচালক।

আনোয়ারুল আজীমের খুনের ঘটনাটি আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমরা দেখলাম, প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো নামে পাসপোর্ট করতে পারেন। ভিসা বের করতে পারেন। খুনিরা খুন করার উদ্দেশ্যে যেকোনো সময় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেতে পারেন, আবার কার্য সম্পন্ন করে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরেও আসতে পারেন।

তাহলে এত নিরাপত্তাব্যূহ, এত কড়াকড়ি, সেটা কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য? ভারতের ভিসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মেডিকেল ভিসার জন্যও মানুষকে দিনের পর দিন ধরনা দিতে হয়। অথচ খুনিরা অনায়াসে ভিসা পেয়ে গেল। খুনিদের কেউ কেউ গেছে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই। কী করে সম্ভব হলো?

মনে আছে, নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার পর মূল আসামি নূর হোসেনও বিনা পাসপোর্ট-ভিসায় সীমান্ত পার হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহে পরে তাঁকে পুশব্যাকও করা হয়েছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আনোয়ারুল আজীমের খুনের ঘটনায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনার পর হয়তো ভারতের পুলিশ প্রশাসন বাংলাদেশি নাগরিকদের আরও বেশি সন্দেহের চোখে দেখবে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যাওয়া বাংলাদেশিদের অনেকে বাড়ি ভাড়া দিতে চাইবেন না।

অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতি যেমন বাহাসে লিপ্ত হয়, আনোয়ারুল আজীমের হত্যার ঘটনায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম প্রশ্ন তুললেন, বন্ধুদেশ কেন আওয়ামী লীগের এমপির নিরাপত্তা দিতে পারল না? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদকে কেন ভারত আদর-যত্নে রেখেছে এত দিন?

দুই পক্ষের বক্তব্যেই ভ্রান্তি আছে। সালাহউদ্দিন আহমদ ও আনোয়ারুল আজীম ভিন্ন দল করতে পারেন, তাঁরা আমাদের দেশের রাজনীতিক ও আইনপ্রণেতা। তাঁদের কেউ বিদেশে গিয়ে অপদস্থ হলে কিংবা খুন হলে সেটা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের নয়; লজ্জার।

আশা করি, রাজনীতিকেরা দলের স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেবেন না।

সোহরাব হাসান : প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

রহিমা রহমান দ্বিতীয়বারের মত নিউহ্যামের মেয়র নির্বাচিত

কামরুল আই রাসেল :

পূর্ব লন্ডনে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, নারী সংগঠক কাউন্সিলর রহিমা রহমান দ্বিতীয়বারের মত লন্ডনের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাংলাদেশী অধ্যুষিত বারা নিউহামের চেয়ার অব দ্যা কাউন্সিল (সিভিক মেয়র) নির্বাচিত

হয়েছেন। রহিমা রহমানই প্রথম কোনো বাংলাদেশী যিনি এ বারার সিভিক মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গত ২৩ মে বৃহস্পতিবার নিউহাম কাউন্সিলের সভায় নির্বাচিত কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ার অব দ্যা কাউন্সিল বা সিভিক মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন রহিমা। রহিমা রহমান নিউহাম কাউন্সিলের পাচঁবারের নির্বাচিত কাউন্সিলার।

রহিমা রহমানের জন্ম মৌলভীবাজারে। তার বাবা মোঃ আবুল খয়ের হোসেন নবীগঞ্জের ইনাতগঞ্জের সন্তান। রহিমারা দুই ভাই ও তিন বোন। রহিমা রহমানের স্বামী মৌলভীবাজ ার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মুজি বুর রহমান জসীম নিউহাম কাউন্সিলের তিন বারের নির্বাচিত কাউন্সিলার।

কর্মসূত্রে বাবা বিলেত প্রবাসী থাকায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে রহিমা রহমান ইংল্যান্ডে আসেন ১৯৮৭ সালে। রহিমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে নিউহামেই। লিটল ইলফোর্ড স্কুল ও নিউহাম কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৯৯৩ সালে ইউএলএ থেকে বিজ নেস এন্ড ফাইন্যান্সে ডিগ্রী পাস করেন। ২০০৮ সালে ব্রিকবেক ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্রেজুয়েট ইন পলিট্রিক্স সম্পন্ন করেন। ২০০১ সালে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার উত্তর মোলাইম গ্রামের মুজিবুর রহমান জ সিমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রহিমা রহমান তার বাবা হাফিজ হাজী আবুল খয়ের হোসেনের অনুপ্রেরণায় ছোটবেলা থেকেই কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে রহিমা লেবার পার্টিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

বিলেতের মুলধারার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মাই লন্ডন ম্যাগাজিনে লন্ডন ও নিউহাম শহরের উন্নয়নভাবনা নিয়ে গত দেড় দশক আগেই তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রহিমার পরিবারের অন্য সদস্যরাও নিউহাম বারার পরিচিত মুখ।

নব্বইয়ের দশক থেকে রহিমা গ্রীন স্ট্রীট নেইবারহুডের জন্য কাজ করছেন। মা ও শিশুর জীবনমানের উন্নয়ন নিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গত তিন দশক ধরে কাজ করা রহিমা ২০০৬ সালে প্রথমবারের মতো নিউহ্যাম কাউন্সিলের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি

ফ্রিডম অব দ্যা সিটি সম্মাননায় ভূষিত হলেন নাজ ইসলাম

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটেনের সম্মানজনক পুরস্কার 'দ্যা ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব লন্ডন' পেয়েছেন বৃটিশ-বাংলাদেশী বংশোদ্ভেত নাজ ইসলাম। ২৮ মে মঙ্গলবার লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী গিলডহলের লর্ড চেম্বারলিন চেম্বারে আনুষ্ঠানিকভাবে নাজ ইসলামের হাতে এ সম্মননা তুলে দেয়া হয়।

নাজ ইসলাম নর্থহাম্পটনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বৃটেনের মেইনস্ট্রিম চ্যারিটি সংগঠক ও কমিউনিটি লীডার হিসাবে পরিচিত। বিগত দুই যুগ ধরে তিনি যুক্তরাজ্যে কমিউনিটির সেবায় কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে নাজ ইসলামকে 'ডিক্লারেশন দ্যা ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব লন্ডন' পড়তে আহ্বান জানান মেয়র অব লন্ডন লর্ড প্রফেসর মিশেল মাইকেলি। তিনি অতিথি, পরিবারের সদস্য, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের উপস্থিতিতে নাজ ইসলামের হাতে 'দ্যা ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব লন্ডন' সম্মাননা এওয়ার্ড তুলে দেন।

১২৩৭ সাল থেকে দ্যা ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব লন্ডন (ফ্রীম্যানশীপ) সম্মাননা চালু রয়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মাননা।

এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড রামি রানঞ্জি সিবিই, বিশিস্ট সমাজ সেবী ও ব্যবসায়ি ড. সানওয়ার চৌধুরী, বিসিএর প্রেসিডেন্ট ওলী খান এমবিই, চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান, ক্রয়ডনের সাবেক মেয়র মোঃ মুজিবুর রহমান, বিশিস্ট লেখক মা ও শিশুরোগ বিশেজ্ঞ ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার,সিএফওবি এর ফাউন্ডার রাফাত খান, বৃটিশ আর্মি অফিসার আশোক কুমার, কাউন্সিলার ইমরান চৌধুরী বিইএম, কাউন্সিলার রিতা বেগম, ব্যবসায়ি সিরাজুল ইসলাম ও আব্দুল আহাদ প্রমুখ।

ব্যবসা ও সমাজসেবায় কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২৩ সালে নর্থহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজ ইসলামকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়াও একই বছর চ্যারিটি ও সেবামূলক কাজে অবদানের জ ন্য নর্থহ্যাম্পটন কাউন্সিলের মেয়র তাকে 'হার্ট

অব নর্থহ্যাম্পটন এওয়ার্ড এ ভূষিত করে। তিনি যুক্তরাজ্যে কারী ইন্ড্রাস্ট্রির প্রাচীন ও বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএ) এর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারীর দায়িত্বে আছেন।

সম্মাননা গ্রহণ করে নাজ ইসলাম বলেন, এই সম্মানটি পাওয়া আমার কাছে বিশ্বমানের এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও বর্ণনাতীত। এই সম্মান ও বিশেষ মুহুর্তটি আমি আজীবন ভালো কাজের মাধ্যমে ধরে রাখবোইনশাল্লাহ। আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নর্থহ্যাম্পটন এবং বাংলাদেশে কমিউনিটির বিশেষ করে নিডি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। তাদের ভালোবাসা ও সম্মানকে আমি বিভিন্ন চ্যারিটি কাজের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এবং আগামীতেও এই কাজটি অব্যাহতভাবে করে যেতে চাই।

নাজ ইসলামের জন্ম নর্থহাম্পটন শহরে। তার বয়স যখন পনেরো তখন থেকে তিনি রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন। নাজ ইসলাম এর দেশের বাড়ি সিলেট জেলার ওসমানী নগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের বড়দিরারাই গ্রামে। তার বাবার নাম (মরহুম) হাজী আফতাব আলী। মাতা কইতুন বিবি। স্ত্রী হালিমা বেগম। তিনি দুই সন্তানের জনক। তার দাদা মরহুম মো. নইমুল্লাহ সারং ১৯৪১ সালে বিলাতে আসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

We are taking Qurbani order now

Free local home delivery

কুরবানী অর্ডার নেয়া হচ্ছে

লোকাল হোম ডেলিভারি ফ্রি

এখানে আকিকার অর্ডার নেয়া হয়

ZAMAN BROTHERS

17-19 BRICK LANE, LONDON E1 6PU

T: 02072471009 M: 07983760908

কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদের বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত

লিলু মিয়া চেয়ারম্যান ও মুহিবুর ইসলাম সেক্রেটারি

কার্ডিফ শহরের প্রাণকেন্দ্রিস্থ জালালিয়া মসজিদ ও ইসলামী এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মে রোববার এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে লিলু মিয়াকে চেয়ারম্যান ও মুহিবুর ইসলাম মায়াকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচনে সম্মানিত কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট মুরব্বি সিরাজ আলী, কাপ্তান মিয়া ও আলহাজ আলী।

কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলরা হলেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ইউসুফ খান জিম্মি, জয়েন্ট সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার সুমন আলী, জয়েন্ট ট্রেজারার খলিলুর রহমান, নির্বাহী সদস্য তৈফুল ইসলাম, মুসলিম আলী, ইকবাল আহমদ, সৈয়দ আশরাফ আলী, আব্দুল মালিক, আলমগীর আলম, কয়েস খান, ফয়েজ মিয়া, আব্দুল শাহিন, আব্দুল কুদ্দুস, আফজাল খান মিতু,এ ডব্লিউ খান পারভেজ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাংকার এ কে এম বদরুল আমিন হারুনের সাথে আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআনের মতবিনিময়

আনজুমানে খেদমতে কুরআন সিলেটের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও ব্যাংকার এ কে এম বদরুল আমিন হারুনের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে আনজুমানে খেদমতে কুরআন ইউকে কমিটি। গত ২৩ মে বৃহস্পতিবার পূর্ব লণ্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ট্রেজারার আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আহমদ মালিক, মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী, মাওলানা আশরাফুল ইসলাম ,বদরুজ্জামান বাবুল, শেরওয়ান কামালী, আব্দুল লতিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাদেকুল আমিন, ওয়ারিছ উদ্দিন ও মাওলানা রিদওয়ান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বিশিষ্ট সমাজসেবী এ কে এম বদরুল আমিনের যুক্তরাজ্য সফরকে স্বাগত জানান এবং সিলেটের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসাবে সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সভায় দক্ষিণ সুরমার টেকনিকেল রোডে প্রস্তাবিত আনজুমান কমপ্লেক্স ,লিফট ও মরচুয়ারীসহ ৫ তলা ভবন নির্মান নিয়ে সংগঠনের পরিকল্পনা ও বাজেট তুলে ধরেন অতিথি বদরুল আমিন হারুন বলেন, পুরো প্রজেক্ট শেষ করতে দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে আনজুমানে খেদমতে কুরআনের প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত প্রজেক্টে সহযোগিতা করা হবে। সভায় ৩১৩ জন দাতা সদস্য সংগ্রহ করার এবং প্রত্যেক দাতা ১ লাখ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রত্যেক দাতা সদস্যদের নাম আনজুমান ভবনে লিখে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন দাতা চাইলে এক বা একাধিক লাইফ মেম্বারশীপ গ্রহণ করবেন এবং যে কোন এক তলা মৃত মা বাবার নামে স্পনসর করতে পারবেন। সভায় ১০ জন দাতা ১ লাখ করে ১০ লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সভায় আগামী ২০ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৭ টায় লণ্ডন ইক্বরা ইনস্টিটিউটে পরবর্তী সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় আনজুমানের সকল অসুস্থ সদস্য ও যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করেন মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

হেভেন ফাউণ্ডেশনের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

চ্যারিটি সংস্থা দ্যা হেভেন ফাউন্ডেশনের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৫ মে শনিবার এক আলোচনা ও পুরস্কার বিতরনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মনির মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের সভাপতি ইসহাক চৌধুরী ও সাধারন সম্পাদক সমান ফয়সল, মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জাকারিয়া, কমিউনিটি নেতা সেলিম চৌধুরী, ফসিহ উদ্দিন আহমদ, ইমরুল কয়েস, সাংবাদিক মোস্তফা, সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন শাওন, তারিক আলী, মিসেস জেসি বেগম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা দি হেভেন ফাউণ্ডেশনের চ্যারিটিমূলক কাজের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন ও চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা মনির মাহমুদকে অশেষ ধন্যবাদ জানান। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন সোনাকান্দার পীর হাফেজ মাওলানা হাসান আ হমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মিডল্যান্ডসের সান্ডওয়েল কাউন্সিল মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন সাইয়েদা আমিনা খাতুন এমবিই

রিয়াদ আহাদ :

সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে মেয়র হিসেবে শপথ নিয়ে ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হলেন যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ডসের সান্ডওয়েল কাউন্সিলের কাউন্সিলর সাইয়েদা আ মিনা খাতুন এমবিই। তিনি প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ডসের সান্ডওয়েল কাউন্সিলে মেয়র হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। মূলধারার বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবীসহ বাঙালী কমিউনিটির নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ২২ মে সান্ডওয়েল কাউন্সিল হলে আড়ম্বরপূর্ণ

এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এর মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রথম কোনো বাঙালী মহিলা নয়; মুসলীম রমণী হিসেবেও সান্ডওয়েল কাউন্সিলের প্রথম মেয়র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন সাইয়েদা আমিনা খাতুন এমবিই। মাত্র ৪ শতাংশ বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা সান্ডওয়েল কাউন্সিলে দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে তিনি কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আ সছেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কিশোর বয়সে সামাজিক কর্মকান্ড ও মুলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে সাইয়েদা আমিনা খাতুন এমবিই যুক্তরাজ্যের প্রথম বাঙালী মহিলা কাউন্সিলর এবং কাউন্সিলের ডেপুটি লীডারসহ স্থানীয় লেবার পার্টির গুরুত্বপুর্ণ নানা পদে আ সীন ছিলেন। তিনি কমিউনিটির মানুষদের সহযোগিতার জন্য প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশী উমেন অ্যাসোসিয়েশনের তত্বাবধানে টিপটন মুসলীম সেন্টারসহ দুটি সেন্টার পরিচালনা করছেন। কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করে ২০০৪ সালে বৃটেনের রাণী কর্তৃক এমবিই খেতাকে ভূষিত হওয়া সাইয়েদা আ মিনা খাতুন এমবিই ১৯৯৯ সালে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে এখন অবধি প্রতিবারই কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে আসছেন। তিনি তাঁর কনিষ্ট মেয়ে সাইয়েদা হাসনাকে অফিসিয়ালভাবে মেয়রেস হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া সাইয়েদা আমিনা খাতুন এমবিই একেবারে রক্ষণশীল পরিবার থেকে বড় হয়েও পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্যারিয়ারে থেকে এখন সান্ডওয়েল কাউন্সিলের মেয়র হয়েছেন।

তিনি তাঁর এই সাফল্যে নানাভাবে সহযোগিতা ও ভুমিকা রাখায় বাঙালী কমিউনিটির সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি বাঙালীদের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে মুলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত হবার আ হবান জানিয়ে বলেন, আমি যখন পেরেছি অন্যরাও পারবে।

কাউন্সিলের স্মল গ্র্যান্ট আবেদন প্রক্রিয়া এখন উন্মুক্ত

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জীবন উন্নত করতে স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সেক্টরকে সহযোগিতা করে থাকে কাউন্সিল। বারার যেসকল সংস্থা ও সংগঠনের সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ১৫০ হাজার, সেই সকল সংগঠনকে স্মল গ্রান্টস প্রোগ্রাম এর আওতায় মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত প্রতি বছর ৮০০,০০০ পাউন্ড অনুদান প্রদান করা হবে।

২০২৪/২৫ অর্থবছরের ছোট অনুদান কর্মসূচির প্রথম রাউন্ড এখন আবেদনের জন্য খোলা হয়েছে, যা ২৮ জুন বন্ধ হবে। এই অনুদান পেতে কারা এবং কীভাবে আবেদন করতে পারবে এবং, বিভিন্ন ফান্ডিং বিভাগ, বিভিন্ন ধরনের সহায়তার পরিসর এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে হলে কাউন্সিলের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ওয়েলস আলীগের সভা

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪৩তম স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েলস শাখার উদ্যোগে গত ২৫ মে রাত ১১ টায় সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে কার্ডিফের স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আ ওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল, সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আ হমেদ,ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, ওয়েলস কৃষক লীগের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সাবেক ছাত্রনেতা মুহিবুর রহমান খসরু, সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর, দেওয়ান ফয়সল মজিদ, শেখ সুমন তরফদার, আসাদ মিয়া, নজির আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক শর্মিলা মাইতির সাথে বুক মতবিনিময়

যুক্তরাজ্যে সফররত কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক শর্মিলা মাইতির সাথে বুক ওয়ার্ম ক্যাফে লাভিস্টা

ক্লাবের সদস্যদের মতবিনিময় ও প্রীতি আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৫ মে সন্ধ্যা ৬টায় লন্ডনের ব্রিকলেনের ক্যাফে লাভিস্টায় কবি আসমা মতিনের সভাপতিত্বে এবং ড.আজিজুল আম্বিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, ডাক্তার গিয়াস উদ্দিন, সাংবাদিক হাফসা ইসলাম, কবি মোহাম্মদ মুহিদ, সাংবাদিক অলিউর রহমান, শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, লেখিকা ইমদাদুন খান, কবি সালমা বেগম, নাজমা কুদ্দুস, হাসনা চৌধুরী, বাবুল তালুকদার, আব্দুস সাত্তার, ডাক্তার মাহমুদ মান্না, শারমিন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, তিন বাংলার বাঙ্গালীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনেক মহৎ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে এবং এর ফল আ গামী প্রজন্ম ভোগ করবে। তারা জানান আমরা সবাই মিলে একটি সংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। এই আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিতা আ বৃত্তি এবং গান। সম্মানিত অতিথি গান শুনান সবাইকে। প্রধান অতিথি জানান, সব মিলিয়ে একটি সুন্দর সময় কাটালাম।

উল্লেখ্য,সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি প্রথম বাঙালি সাংবাদিক যিনি ইউটিউব ও ফেসবুকে ১ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, আ নন্দলোক, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, জি-২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের বিনোদন সাংবাদিক ও অ্যাঙ্কর, পেয়েছেন আনন্দবাজার গ্রুপের তরফ থেকে 'অপরাজিতা' সম্মাননা ও দুবাই থেকে উমা এক্সেলেন্স পুরস্কার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com
Tareq Chowdhury
Principal

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law
Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

কাউন্সিলের ট্যাক্স রিলিফ ফান্ড সুবিধা গ্রহনের আহবান

গত বছরে ২৭,৮০০ বাসিন্দা ৩২ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় করেছেন

যে পরিবারের আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ডের কম এবং ইতিমধ্যেই কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস সুবিধা পাচ্ছে না তারা একটি নতুন রিলিফ ফান্ড (আর্থিক সহযোগিতা তহবিল) থেকে সহায়তা পাবে, যা তাদেরকে কাউন্সিল ট্যাক্সের বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষা দেবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার কর ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধির থেকে নির্দিষ্ট আয়সীমার লোকজ নকে সুরক্ষা দিতে একটি কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অফ লিভিং রিলিফ ফান্ড চালু করেছে।

নতুন তহবিল গঠনের মানে হলো যতদিন আমাদের কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস প্রকল্প অব্যাহত থাকবে, ৪৯,৫০০ পাউন্ডের কম হারে পরিবারকে বর্ধিত কাউন্সিল ট্যাক্সের অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হবে না।

এই স্কিমটি তিন বছরের জ ন্য চলবে এবং ২০২৩ সালে কাউন্সিলের দ্বারা বাসিন্দাদের জ ন্য প্রস্তাবিত কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির (প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিক যত্ন নীতির বাইরে) সম্পূর্ণ ফ্রিজ থাকবে।

এছাড়াও, আমাদের প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিম (সিটিআরএস) অব্যাহত থাকবে, যা কাউন্সিল ট্যাক্সে ১০০% পর্যন্ত ছাড় দেয়।

২০১৩ সালে সিটিআরএস স্কিম চালু হওয়ার পর থেকে, কয়েক হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে।

৩১ মার্চ শেষ হওয়া আর্থিক বছরে, কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন বা হ্রাস সুবিধা পেয়েছেন বারার ২০, ৪০০ কর্মজীবী বয়সের বাসিন্দা এবং ৭,৪০০ পেনশনভোগী। এর ফলে বাসিন্দারা ৩২ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি সাশ্রয় করেছেন?

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, “এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে, ন্যায়সঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

তিনি বলেন, “আমরা কাউন্সিল ট্যাক্স থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করি তা স্কুল, আবর্জনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য (রিসাইক্লিং) সংগ্রহ এবং বারার লাইব্রেরিগুলির মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির অর্থায়নে ব্যবহৃত হয়।”

সম্পদ ও জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ সদস্য কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড দ্যা কস্ট-অব-লিভিং, কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ বলেছেন, “আমাদের কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিমের মাধ্যমে নিু আয়ের পরিবারের জন্য ১০০% ছাড় প্রদানকারী কয়েকটি কাউন্সিলের একটি হচ্ছি আমরা। অতিরিক্তভাবে, আমাদের নতুন কস্ট অফ লিভিং রিলিফ ফান্ডের অর্থ হল যে পরিবারগুলির সম্মিলিত আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ডেরও কম তারা কাউন্সিল ট্যাক্সের যে কোনও বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

“একটি পরিবারের জন্য যারা জীবনযাত্রার খরচের সংকটের ফলে সংগ্রাম করছে, কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস করার অর্থ হল তারা সেই সপ্তাহটি খাবার, গরম করা, কাপড় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যবহার করতে পারে।” কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অফ লিভিং রিলিফ ফান্ডের জন্য আ বেদন করতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৪টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একত্রিত হয়ে চালু করলো নতুন ফস্টারিং সার্ভিস

সকল স্তরের আরও বেশি লোকজন যাতে ফস্টার কেয়ারার (বাচ্চাদের পালক তত্ত্বাবধায়ক) হতে অনুপ্রাণিত করা যায়, সেজন্য ১৪ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (কাউন্সিল) প্রথমবারের মতো তাদের প্রচেষ্টাকে একত্রিত করছে।

বর্তমানের ক্রমবর্ধমান সংকটের সময়ে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যখন বৃটেনের রাজধানী লন্ডনে প্রতিটি অনুমোদিত পরিচর্যাকারীর জন্য চারটি শিশুর ফস্টার কেয়ারের স্থান প্রয়োজন। এখন অবধি, রাজধানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হয় দুর্বল শিশু এবং কিশোর বয়সীদের জন্য নিজেরাই বাড়ি খুঁজে পেয়েছে বা তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি করেছে।

ফস্টার কেয়ার ফোর্টনাইট (১৩ - ২৬ মে) অর্থাৎ পালক পরিচর্যা পক্ষ চলার সময়ে হ্যাভারিং থেকে হিলিংডন পর্যন্ত বিস্তৃত বরোগুলিকে একত্রিত করার মাধ্যমে নতুন পরিষেবাটি চালু করা হয়। লোকাল কমিউনিটি ফস্টারিং হল ছয়টি উত্তর - পূর্ব লন্ডন বরোর একটি কনসোর্টিয়াম (ওয়ালথাম ফরেস্ট, বার্কিং অ্যান্ড ডেগেনহাম, হ্যাভারিং, নিউহ্যাম, রেডব্রিজ এবং টাওয়ার হ্যামলেটস)।

ফস্টার উইথ ওয়েস্ট লন্ডন অন্যান্য আটটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে (ব্রেন্ট, ইলিং, হ্যামারস্মিথ এবং ফুলহ্যাম, হ্যারো, হিলিংডন, হাউন্সলো, রয়্যাল বরো কেনসিংটন এবং চেলসি এন্ড ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিল) কভার করে। গত এক দশকে অনুমোদিত ফস্টার কেয়ারারের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

২০১৪ সালে মোট ৩,৬৮৫টি অনুমোদিত পরিবার ছিল কিন্তু ২০২৩ সালের মার্চের শেষে (সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী) এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫৬০টিতে, অর্থাৎ ১,১২৫টি ফস্টার কেয়ার হোম সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাওলানা নাজির আহমদ স্মরণে যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের দোয়া মাহফিল

সিলেটের অন্যতম প্রবীণ শীর্ষ আলেম, জামেয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা নাজির আহমদ ঝিংগাবাড়ী (রহঃ) স্মরণে দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ

খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা। গত ২৬ মে রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি মিলনায়তনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিষ্টার শায়খ মাওলানা বদরুল হক, সহ-সভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন, যুক্তরাজ্য শাখার বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজ াদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজ ুর রহমান, সহ প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, নির্বাহী সদস্য হাফিজ শহীর উদ্দিন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রাহমান মামুন,লন্ডন মহানগর শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব শাহ জাহান সিরাজ, আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ ভুঁইয়া প্রমুখ।

দোয়া মাহফিলে নেতৃবৃন্দ বলেন, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা নাজির আহমদ ঝিংগাবাড়ী (রহ) আমৃত্যু দ্বীন ইসলামের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান জাতি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরতের সকল দ্বীনি খিদমাহসমূহকে কবুল করুন, আমীন। পরিশেষে মরহুমের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।মোনাজাত পরিচালনা করেন শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা গত ২৬ মে রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও লন্ডন দারুল উলুম ফোর্ড স্কোয়ার মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস মুফতী আব্দুর রহমান মনোহরপুরী।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আ লহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর

মিয়া,সহ সভাপতি ব্যারিষ্টার শায়খ মাওলানা বদরুল হক, সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন,সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন,বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, সহ প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, নির্বাহী সদস্য হাফিজ শহীর উদ্দিন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রাহমান মামুন প্রমূখ।

সভায় কুরআন তিলাওয়াত, রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, দ্বীমাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ছামারের বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ, আগস্টে প্রথম সপ্তাহে কর্মী ও সুধী সমাবেশের আয়োজন, হেদায়েতী বক্তব্য, সভাপতির সমাপনী বক্তব্য, দু'আ ও মোনাজাত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সিলেটের ১১ উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ

সিলেট প্রতিনিধি: ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে সিলেট বিভাগের ১১টি উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা শপথ নিয়েছেন। গত ২৭ মে সোমবার বেলা ১১টার দিকে সিলেট ও হবিগঞ্জ এবং দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানরা শপথ নেন।

জেলার ১১ জন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে শপথবাক্য পাঠ করান সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আ বু আহমদ ছিদ্দীকী (এনডিসি)।

উল্লেখ্য, ৮ মে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে সিলেট জে লায় চারটি, সুনামগঞ্জে দুটি, মৌলভীবাজারে তিনটি এবং হবিগঞ্জে দুটি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলাগুলো হলো সিলেটের সদর, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ ও গোলাপগঞ্জ, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ ও বানিয়াচং, সুনামগঞ্জের দিরাই, শাল্লা এবং মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ি।

ছাতকে ৫ চেয়ারম্যান প্রার্থীর ৪ জনই প্রবাসী

সিলেট প্রতিনিধি : সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাঁচজন। এর মধ্যে চারজনই প্রবাসী। তবে সব প্রার্থী আওয়ামী ঘরানার। কেউ নেতা, কেউ সমর্থক। সুনামগঞ্জে যেকোনো নির্বাচনে প্রবাসীরা প্রার্থী হন। বিশেষ করে স্থানীয় নির্বাচনে প্রবাসীরা প্রার্থী হন বেশি। ভোটের মাঠে প্রবাস থেকে এসে প্রচারণায় অংশ নেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রার্থীদের বেশিসংখ্যক হন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী। সিলেট অঞ্চলে ভোটের মাঠে তাঁরা 'লন্ডনি' প্রার্থী হিসেবে পরিচিত।

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলাতেই যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বেশি। এবার জগন্নাথপুরে নির্বাচন হচ্ছে না। ছাতক উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে চারজন প্রবাসী প্রার্থীর মধ্যে তিনজন যুক্তরাজ্য ও একজন কানাডাপ্রবাসী। চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা এই পাঁচ প্রার্থী হলেন ছাতক উপজেলা পরিষদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আ হ্বায়ক আবু সাদাত মো. লাহিন, আ ওয়ামী লীগ নেতা যুক্তরাজ্যপ্রবাসী আ ওলাদ আলী রেজা, রফিকুল ইসলাম (কিরণ) ও মাহমুদ আলী এবং কানাডাপ্রবাসী আমজদ আলী।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, এসব প্রার্থীদের কেউ কেউ নিজে অথবা কারও পরিবার দীর্ঘদিন থেকে আ ওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আবার প্রবাসী প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন ধনেজনে বলবান। তাই মাঠে জোরেশোরে আছেন তাঁরা। দিনরাত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

আবু সাদাত মো. লাহিন ছাতক উপজেলা পরিষদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্রলীগ ও যুবলীগ করে এসে এখন আওয়ামী লীগে সক্রিয়। তাঁর সমর্থকেরা লাহিনকে একমাত্র 'স্বদেশি প্রার্থী' বলে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রচার দিচ্ছেন। তাঁর পক্ষে মাঠে আছেন উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান।

তবে এই উপজেলায় আওয়ামী লীগে বিভক্তি বহু পুরোনো। একদিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান,

অন্যদিকে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম আ হমেদ চৌধুরীর পরিবার। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই দুজনের মধ্যে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। উপজে লা নির্বাচনে সংসদ সদস্য নীরব থাকলেও মাঠে নানাভাবে সংসদ সদস্য নিজের পক্ষ আছেন এমনটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। আওলাদ আলী রেজা উপজে লায় আওয়ামী রাজনীতিতে ছাত্রজ ীবন থেকেই সক্রিয়। উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) ছিলেন। ভোটের মাঠে এবার জে ারেশোরে আছেন। তাঁর পক্ষে আ ছে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দলের নেতা অলিউর রহমান চৌধুরী।

রফিকুল ইসলাম উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ-সৈয়দের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আ ওয়ামী লীগ নেতা সুন্দর আলীর ছেলে। একসময় ছাত্রলীগ করেছেন। রফিকুল ইসলামের সমর্থকেরা প্রচারণায় সংসদ সদস্য তাঁদের পক্ষে আছেন, এমন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কানাডাপ্রবাসী আমজদ আ লী ও যুক্তরাজ্যপ্রবাসী মাহমুদ আলীও মাঠে আছেন। সভা-সমাবেশ করে যাচ্ছেন।

আবু সাদাত মো. লাহিন বলছেন, তিনি ছাত্রলীগ, যুবলীগ করা লোক। এখন আওয়ামী লীগ করছেন। দলের জন্য নিবেদিত। তাই নেতা-কর্মীরা তাঁর পক্ষেই বেশি আছেন। আওলাদ আলী রেজা ভোটারদের দেখেশুনে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করছেন। তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

রফিকুল ইসলাম আওয়ামী পরিবারের সন্তান হিসেবে দলের নেতা-কর্মীদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন, একসময় ছাত্রলীগ করেছি। সব সময় দলের সঙ্গে আছি। আশা করি দলমত নির্বিশেষে সবার ভোট আমি পাব।

ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের এলাকায় প্রবাসী বেশি। নির্বাচনে প্রবাসীরাও প্রার্থী হন। আমরা তাঁদের সম্মান করি। তাঁরা নির্বাচনকে জমিয়ে রাখেন।

ছাতক পৌর শহরের বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী হারুনুর রশিদ বলেন, সব প্রার্থীই ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন। ছাতকের ভোটে প্রবাসী কিংবা দেশি প্রার্থী-এমনটা ভেবে নয়, মানুষ যোগ্যতা দেখেই ভোট দেবেন। তবে ভোট নিয়ে মানুষ আগ্রহ কম দেখা যাচ্ছে। প্রার্থীরাও এটা বুঝতে পারছেন। তাই কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর চিন্তাও রাখতে হবে প্রার্থীদের।

ছাতক উপজেলায় একটি পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়ন। এই উপজে লায় মোট ভোটার ৩ লাখ ১১ হাজ ার ৯৫৭ জন। কেন্দ্র আছে ১০৩টি। ভোট হবে ২৯ মে।

সিলেট সিটিতে গৃহকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

মাইক কেড়ে নেন কাউন্সিলর, হট্টগোল

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট সিটি করপোরেশনের নতুন গৃহকর হোলডিং ট্যাক্স নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে করণীয় ঠিক করতে নাগরিকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ডাকে কর্তৃপক্ষ। সভা শুরুর কিছুক্ষণ পর এক নাগরিকের বক্তব্য চলাকালে একজন কাউন্সিলর মাইক কেড়ে নিয়ে বাধা দেন। এতে হট্টগোল দেখা দেয়। প্রায় ১৫ মিনিট পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার সভা শুরু হয়।

গত ২২ মে বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরের আরামবাগ এলাকার আমান উল্লাহ কনভেনশন সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে। এর আ গে রাত ৮টার দিকে নগরের পুরোনো ২৭টি ওয়ার্ডে চালু হওয়া নতুন গৃহকর নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট ও রি-অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ে মতবিনিময় সভা শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেয়র মো. আ নোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

এর আগে পঞ্চবার্ষিক কর পুনর্মূল্যায়নের পর গত ৩০ এপ্রিল থেকে সিটি করপোরেশন নতুন নির্ধারিত বার্ষিক গৃহকর (হোলডিং ট্যাক্স) অনুযায়ী ভবনমালিকদের গৃহকর পরিশোধের নোটিশ দেওয়া শুরু করে। এরপর নগরের প্রায় পৌনে এক লাখ ভবনমালিকের গৃহকর ৫ থেকে ৫০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। এ নিয়ে নগরজুড়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর পর থেকে প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন সংগঠন গৃহকর বাতিলের দাবিতে নিয়মিত আ ন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন শুরু করে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আ নোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ১২ মে দুপুরে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে পর্যালোচনার মাধ্যমে গৃহকর সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার ঘোষণা দেন। মেয়র তখন বলেন, গৃহকর নিয়ে আপত্তি থাকলে ভুক্তভোগীরা নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সিটি করপোরেশনে আপত্তি জ ানাতে পারবেন। পরে রিভিউ বোর্ড তাঁদের বিষয়টি শুনানির মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে নিষপত্তি করবে। তবে আন্দোলনরত ব্যক্তিরা পর্যালোচনার বদলে নতুন গৃহকর বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

নাগরিকদের সঙ্গে সিটি করপোরেশনের ডাকা মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আ সনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী (নাদেল) । বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ-১ (ধর্মপাশা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও মধ্যনগর) আসনের সংসদ সদস্য রঞ্জিত চন্দ্র সরকার, সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান (হাবিব) ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য রুমা চক্রবর্তী।

সভায় উপস্থিত একাধিক নাগরিক বলেন, মতবিনিময় সভার শুরুতে সিটি করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান খান নতুন গৃহকরের সিদ্ধান্ত কোন পদ্ধতি এবং কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মিনিট দশেক পর সভায় উপস্থিত থাকা একাধিক প্রবীণ নাগরিক নতুন গৃহকর আ রোপ কোন পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে, তা ব্যাখ্যা না করে কয়েক শ গুণ কোন যুক্তিতে বাড়ানো হলো এবং এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে কি না, এ নিয়ে জানতে চান।

এ সময় মাইক হাতে নগরের জি ন্দাবাজার এলাকার বাসিন্দা আ মিনুল ইসলাম (দীনেশ) উপস্থিত নাগরিকদের পক্ষে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন। তখন সেখানে গিয়ে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম ওই ব্যক্তির মাইক কেড়ে নেন। ওই কাউন্সিলর তখন আমিনুলের উদ্দেশে বলতে থাকেন, আগে মেয়রসহ সবার কথা শুনতে হবে। এরপর কোনো কথা থাকলে বলা যাবে। কাউন্সিলরের এমন বক্তব্যের পরপরই উপস্থিত নাগরিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে হট্টগোল শুরু করেন। পরে মেয়রের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আমিনুল ইসলামের মাইক কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম দাবি করেন, তিনি মাইক ছিনিয়ে নেননি। কেবল ওই ব্যক্তিকে (আ মিনুল) বলেছেন, যেহেতু একজন (প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা) বক্তব্য দিচ্ছেন; তাই ওই বক্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনার পর যেন তিনি (আমিনুল) বক্তব্য দেন।

সভাপতির বক্তৃতায় মেয়র আ নোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, সিলেটের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বর্তমান পরিষদ কাজ করবে। কাউন্সিলরদের নিয়ে সাধারণ সভা করে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গৃহকর সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে।

সিলেটে বিদ্যুৎহীন সাড়ে ৩ লাখ গ্রাহক

সিলেট প্রতিনিধি: ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে সিলেটে গত (২৭ মে) সোমবার সকাল ৬টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত গত ২৭ ঘণ্টায় সিলেটে ২৯৬ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুতের তার এবং খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে সিলেট নগরসহ পুরো বিভাগে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় সাড়ে তিন লাখ গ্রাহক সোমবার রাত থেকে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুল কাদির বলেন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সিলেট বিভাগে গ্রাহক আছেন প্রায় সাড়ে ৭ লাখ। এর মধ্যে গতকাল রাত থেকে আজ বেলা ১১টা পর্যন্ত বিদ্যুৎহীন অবস্থায় আছেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ গ্রাহক। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে হওয়া ঝড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের তার ও খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলো মেরামতের চেষ্টা চলছে। আজ বিকেলের আগে ক্ষতিগ্রস্ত এসব সরঞ্জাম মেরামত করা সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ আবদুল কাদির বলেন, আজ সকাল ১০টার হিসাব অনুযায়ী সিলেট বিভাগে বিদ্যুৎ উন্নয়ন

বোর্ডের গ্রাহকদের চাহিদা ছিল ১৯৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে বিদ্যুতের সরবরাহ ছিল ৭৫ মেগাওয়াট। সিলেট আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আ বহাওয়াবিদ শাহ মো. সজীব হোসাইন বলেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে নিুচাপ সিলেটে অবস্থান করছিল। এ কারণে বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।

ধুমধামে বিয়ের আয়োজন আসামির, পুলিশ বলছে পলাতক

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটের পুলিশের দাবি আসামি পলাতক। অথচ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে করেছেন তিনি। বিয়েতে বরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্মাণ করা হয় বিশাল তোরণ।

গত ২৭ মে সোমবার দুপুরে বিশাল বহর নিয়ে বিয়ে করতে কনের বাড়ি যান বর। তার আগে রোববার রাতে তার নিজ বাড়িতে হয়েছে গায়েহলুদের জমকালো অনুষ্ঠান। বিয়ের বর জসিম উদ্দিন একটি মামলার আসামি। এ ঘটনা ঘটেছে সিলেটের জালালাবাদ থানাধীন মানসীনগর গ্রামে।

জানা যায়, গত ১৭ মে মানসীনগর গ্রামে একটি সালিশ বৈঠককে ঘিরে দুপক্ষের মারামারি হয়। এ মারামারির ঘটনায় একই গ্রামের সৈয়দ মিয়া বাদী হয়ে জালালাবাদ থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় ২২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১৫-২০ জনকে আসামি করা হয়। জসিম উদ্দিন এ মামলার ১৮নং আসামি। সোমবার তিনি বিয়ে করছেন।

এ মামলার বাদী সৈয়দ মিয়া অভিযোগ করে বলেন, আসামির বিয়ে উপলক্ষে তোরণ নির্মাণ, জমকালো আয়োজনে গায়েহলুদ এবং বিয়ে করে কনে নিয়ে বাড়ি ফেরার পরও পুলিশ বলছে পলাতক। ফোন করে জানানোর পরও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি। এক আসামির ওই বিয়েতে উপস্থিত থেকে ফুর্তি করেছেন অন্য আসামিরাও।

তিনি বলেন, আসামির বিয়ের বিষয়টি আগের রাতেই তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই লিটনকে জানিয়েছিলাম। জানানোর পরই তিনি তার ফোন বন্ধ করে দেন। আসামি বরযাত্রীর বহর নিয়ে কনে নিয়ে ফেরার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে ফোন দিয়ে জানান, তিনি আসামিকে ধরতে অভিযানে যাচ্ছেন!

তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে জালালাবাদ থানার এসআই লিটন বলেন, মামলা দায়েরের পর আসামিদের ধরতে একাধিকবার অভিযান চালিয়েছি কিন্তু তাদের পাইনি। এক আসামির বিয়ের খবর শুনে অভিযানে গিয়েছিলাম, তাকে পাইনি। রাতে আবার অভিযানে যাব।

এ ব্যাপারে কথা বলতে জালালাবাদ থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে কল করলেও তিনি ফোন কেটে দেন।

সিলেটে চাঞ্চল্যকর অমিত হত্যাকাণ্ড

গ্রেপ্তার আরো ২ আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

সিলেট প্রতিনিধি : দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার কম্পিউটার ইনচার্জ অমিত দাস শিবু (৩৬) হত্যা মামলায় আরও ২ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার কালিগুচ্ছ (ধরন্তি) গ্রামের মৃত জামাল ভূঁইয়ার মেয়ে সুমাইয়া আক্তার সুমি (২০) ও সিলেট নগরের সাগরদিঘীরপাড় এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে তাহমিদ আহমদ (২৬)। তারা বর্তমানে নগরের আরামবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন।

গ্রেপ্তারকৃত সুমি ও তাহমিদ গত বৃহস্পতিবার (২৩ মে) সন্ধ্যায় আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালতের নির্দেশে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এয়ারপোর্ট থানার ওসি (তদন্ত) দেবাংশু কুমার দে জানান, সুমাইয়া আক্তার সুমি ও তাহমিদ আহমদকে গত মঙ্গলবার (২১ মে) সকালে কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে সিলেটে নিয়ে আসা হয়। গত বৃহস্পতিবার (২৩ মে) সন্ধ্যায় আসামিরা ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

এর আগে, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে নগরের শাহী ঈদগাহ এলাকার হাজারিবাগ থেকে আব্দুল মুকিতের ছেলে ফয়ছল আহমদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফয়সল একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে চুরি-ছিনতাই-ডাকাতিসহ নানা অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তিনি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ এপ্রিল রাত আড়াইটার দিকে নগরের এয়ারপোর্ট থানাধীন শাহী ঈদগাহ এলাকার হাজারিবাগ দলদলি চা-বাগানসংলগ্ন মাঠ থেকে অমিত দাস শিবুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ২৭ এপ্রিল নিহত অমিত দাসের বড় ভাই অনুকূল দাস (৪২) বাদী হয়ে এয়ারপোর্ট থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মৌলভীবাজারে মাদক ও পিস্তলসহ বৃটিশ নাগরিক আটক

সিলেট প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জাগছড়া চা বাগানের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে র‍্যাব অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট, বিদেশি মদ, ফেনসিডিল, বিদেশি পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিনসহ আলী হোসেন ওরফে দেলোয়ার (৩২) নামে এক বৃটিশ নাগরিককে আটক করেছে। এ সময় তার অন্য সহযোগীরা পালিয়ে গেছে। গত সোমবার (২৭ মে) দুপুরে র‍্যাব-৯ শ্রীমঙ্গল কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র‍্যাব সদর দপ্তরের লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলাম এ তথ্য জানান।

প্রেস ব্রিফিংকালে তিনি জানান, জাগছড়া চা বাগানের ১৪নং সেকশনের একটি বাড়িতে মাদক সিন্ডিকেটের কিছু সদস্য একত্রিত হয়ে মাদক সেবন এবং মাদক কারবারে লিপ্ত রয়েছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানকালে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই সিন্ডিকেটের সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় একজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে এবং তার কাছ থেকে ৪ হাজার ৪শ' পিস ইয়াবা, ৩ বোতল বিদেশি মদ, ৩ বোতল ফেনসিডিল, একটি গুলিভর্তি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে কিছু চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করেছে। তার উচ্ছৃংখল আচরণ, ব্যবহার এবং তার বাংলায় ইংরেজি মিশ্রিত উচ্চারণ দেখে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি আটককৃত ব্যক্তি একজন বৃটিশ নাগরিক এবং আলী হোসেন নামটি ছদ্ম নাম ব্যবহার করে বেশ কিছুদিন ধরে

সিলেট অঞ্চলে বসবাস করছে। তার প্রকৃত নাম দেলোয়ার হোসেন। তিনি একজন মাদক কারবারি। দীর্ঘদিন ধরে এদেশে আত্মগোপনকালে তিনি এনআইডি এবং ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করেছেন বলে সন্ধান পেয়েছি। তবে তার ব্যাপারে আরও তদন্ত করা হবে।

র‍্যাব জানায়, তাকে শ্রীমঙ্গল থানায় সোপর্দ করা হবে এবং তার কর্মকা– সম্পর্কে জানতে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আটক হওয়া ওই বৃটিশ নাগরিকের বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানার পিরোজপুর গ্রামে। তার পিতা সাকিব ওরফে সাকিক মিয়া। তবে অভিযানটি যে পরিত্যক্ত বাড়িতে চালানো হয় ওই বাড়িটি কার সেটি এজাহারে উল্লেখ আছে বলে জানান র‍্যাব কর্মকর্তা। ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব পরিচালক উইং কমান্ডার মো. মোমিনুল হক, শ্রীমঙ্গল র‍্যাব-৯ কোম্পানি কমান্ডার মেজর আব্দুল মুকিত নাফিজ প্রমুখ।

লন্ডন প্রবাসী স্বজনদের সম্পদ সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সেলিমের কব্জায়

সিলেট প্রতিনিধি : লন্ডন প্রবাসী স্বজনদের সম্পদ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নিজেদের কবজায় রেখে তা আত্মসাতের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার কামারচাক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজমুল হক সেলিম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। সেলিমের প্রবাস ফেরত চাচারা নিজেদের সম্পদ ফেরত চাইলে তাদের দেওয়া হচ্ছে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি ও মামলা। সম্পদ ফেরত চেয়ে এখন তাদের জীবন অনিরাপদ হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা যায়, কামারচাক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজমুল হক সেলিমের তিন চাচা লন্ডন প্রবাসী। তারা হলেন- মো. ফয়জুল হক, আব্দুল হক ও মুজিবুল হক। সেলিমের বাবা সামছুল হক পরিবারের বড় সন্তান ছিলেন। তিনিই সব সম্পদ দেখাশোনা করতেন। সামছুল হকের মৃত্যুর পর এই পরিবারের সব সম্পদ সেলিম ও তার ভাইয়ের দখলে রয়েছে। এখন সেলিমের লন্ডন প্রবাসী চাচারা দেশে ফিরে সম্পদের ভাগবন্টন দাবি করলে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। নিজেদের কবজায় রাখা সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাচ্ছেন না সেলিম ও তার ভাই।

এখন তাদের সম্পত্তির সুষ্ঠু বণ্টনে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ নিয়ে গত ১৩ মে রাতে কামারচাক ইউনিয়নের মেলাগর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ এলাকার শতাধিক লোকজন নিয়ে উঠান বৈঠক হয়। কিন্তু ওই বৈঠকেও সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি।

ভুক্তভোগী প্রবাসী তিন ভাই মো. ফয়জুল হক, আব্দুল হক ও মুজিবুল হক জানান, আমরা সবাই বিদেশে থাকতাম। আমাদের বড় ভাই মৃত সামছুল হক দেশের সবকিছু দেখাশোনা করতেন। উনি মারা যাওয়ার পর আমরা দেশে আসি। কিন্তু উনার ছেলে সাবেক চেয়ারম্যান সেলিমসহ কেউই আমাদের সম্পদ ভাগ করে দিচ্ছেন না। তারা তাদের কবজায় সম্পদ রেখে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিষয় সম্পত্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে পারিবারিক বিরোধ চলছে। সর্বশেষ রবিরবাজারস্থ 'দি নিউ জালালাবাদ হোটেল অ্যান্ড কনফেকশনারী' নামীয় প্রতিষ্ঠান মো. নজমুল হক সেলিম ও তার ভাই মো. মঈনুল হকসহ তাদের সহযোগীরা দখলে নিতে চাইলে তিনি বাধা সৃষ্টি করেন। এ সময়

তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করা হয়।

ভুক্তভোগী লন্ডন প্রবাসী ৩ ভাইসহ স্থানীয়রা জানান- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, রাজনগর ও সিলেটসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের নিজ ভূমি ও ভূমিতে স্থাপনা রয়েছে। কিন্তু নজমুল হক সেলিম ও তার ভাইয়েরা তা আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র করছেন। চাচারা যাতে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে না আসতে পারেন এই জন্য একাধিক ষড়যন্ত্রমূলক মামলাও দেওয়া হয়েছে।

সেলিমের ভাই মো. মঈনুল হক বাদী হয়ে মৌলভীবাজার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লন্ডন প্রবাসী চাচা মো. ফয়জুল হক ও মুজিবুল হকসহ আটজনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন।

লন্ডন প্রবাসী মো. ফয়জুল হক বলেন, আমরা চার ভাইয়ের মধ্যে তিনভাই লন্ডনে থাকি। আমাদের বড়ভাই আমাদের সকল সম্পদ দেখাশোনা করেছেন। তিনি মারা যাওয়ার পর ওনার ছেলে সাবেক চেয়ারম্যান নজমুল হক সেলিমও তার ভাই আমাদের সম্পদ দেখাশোনা করত। আমরা এখন চিন্তা করলাম একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আসার জন্য। আমাদের মৌরসী সম্পদ ভাগ করব। কিন্তু সেলিম ও তার ভাই কোনো সহযোগিতা করছেন না। বরং আমাদের নানাভাবে হুমকিধমকি দিয়ে আসছে। আমাদের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। আমরা লন্ডন প্রবাসী বলে আমাদের সঙ্গে এ রকম অন্যায় করা হবে। আমরা এর বিচার চাই। আমাদের মৌরসী সম্পদের অধিকার চাই।

আব্দুল হক বলেন, আমি পঞ্চাশ বছর ধরে লন্ডনে আছি। আমার ভাতিজা সেলিমের সঙ্গে আমাদের জমিজমা ভাগবাটোয়ারা করতে গেলে তিনি আমাদের পাত্তা দেন না। বরং মামলা ও ভয়ভীতি দেখান।

এ বিষয়ে কামারচাক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজমুল হক সেলিম মুঠোফোনে বলেন, আমি এ বিষয়ে এখন কথা বলতে পারব না। রাতে একসময় কল দিয়েন; পরে কথা বলব।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলো স্পেন-নরওয়ে

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে : আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউরোপের দুই দেশ স্পেন ও নরওয়ে। ইউরোপের আরেক দেশ আয়ারল্যান্ডও একই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।

স্পেন তার মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সরকারের এক মুখপাত্র।

তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যার একটি উদ্দেশ্য ছিল: ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের শান্তি অর্জনে সহায়তা করা।

বিবিসি জানিয়েছে, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে একটি প্রকাশ্য ভাষণ দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপ জরুরি ছিল।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সান্তেজ বলেন, এটি একটি 'ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের' বিষয়, পাশাপাশি স্থায়ী শান্তির দিকে একটি 'অপরিহার্য' পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশ যারা ইতোমধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের সঙ্গে স্পেনও যোগ দেবে।

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে, নরওয়ে সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইডে বলেন, ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নরওয়ে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সবচেয়ে জোরালো সমর্থকদের একজন।

যদিও স্পেন এবং নরওয়ের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসরায়েল। তেল আবিব বলেছে, সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা গাজা যুদ্ধের মাঝে স্পেন ও নরওয়ের এমন সিদ্ধান্ত হামাসের জন্য পুরস্কার।

গাজাজুড়ে ইসরাইলের ভয়াবহ হামলা, নিহত ৫০ ফিলিস্তিনি

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের ভয়াবহ হামলায় আরও ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার বিভিন্ন জায়গায় চালানো পৃথক হামলায় তারা নিহত হন।

ইসরাইলি হামলার জেরে এখন পর্যন্ত রাফাহ ছেড়ে পালিয়েছেন ৮ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি। খবর আলজাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী গাজা উপত্যকাজুড়ে আকাশ ও স্থলপথে চালানো হামলায় কমপক্ষে ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাতে হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের সঙ্গে ইসরাইলি সেনাদের ব্যাপক লড়াই চলছে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এবং হামাসের সশস্ত্র শাখা।

বৃহস্পতিবার ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর ট্যাংকগুলো রাফার আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে, শহরের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ইবনার দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং তিনটি পূর্ব শহরতলিতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

এক বাসিন্দা রয়টার্সকে জানিয়েছে, 'দখলদার (ইসরাইলি বাহিনী) আরও পশ্চিমে যাওয়ার

চেষ্টা করছে। তারা ইবনার প্রান্তে রয়েছে, যা ঘনবসতিপূর্ণ। তারা এখনো এটি আক্রমণ করেনি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এবং আমরা দেখছি যে সেনারা আক্রমণ করেছে এবং সেখান থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। এটি আরেকটি খুব কঠিন রাত ছিল।'

এই মাসে গাজার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে একযোগে ইসরাইলি হামলার ফলে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছেন এবং ইসরাইলি বাহিনী সাহায্য প্রবেশের প্রধান প্রবেশ পথও বন্ধ করে দিয়েছে, যা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিও বাড়িয়েছে।

ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক নেতারা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা ছাড়াই রাফাতে স্থল হামলা শুরু করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যরা গাজার দক্ষিণের এই শহরটিতে হামলার জন্য ইসরাইলকে ব্যাপকভাবে সমালোচনাও করেছে। তবে ইসরাইল বলেছে, সেখানে হামাসযোদ্ধাদের বেশ কয়েকটি ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে তাদের অবশ্যই অগ্রসর হতে হবে।

পর্নো তারকাকে ঘুস: দোষী সাব্যস্ত হলেও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন ট্রাম্প?

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে : পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে গোপনে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের বিচার শেষের পথে। মামলার ৩৪টি অভিযোগ নিয়ে ১২ জন জুরি, খানিকটা 'উত্তেজিত' একজন বিচারক এবং একদল সাক্ষী পাঁচ সপ্তাহ ধরে যুক্তিতর্ক চালিয়েছেন। আলোচিত এ মামলার সমাপনী যুক্তিতর্ক শুরু হবে মঙ্গলবার। পরে জুরিরা আলোচনা শুরু করবেন। এরপর বিচারকরা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

মামলার ৩৪টি অভিযোগের মধ্যে ট্রাম্প যদি একটি অভিযোগেও দোষীসাব্যস্ত হন, তবে তিনিই হবেন ফৌজদারি কোনো মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোনো সাবেক প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে অপরাধী তকমা নিয়ে প্রধান কোনো দলের হয়ে হোয়াইট হাউসের দৌড়ে সামিল হবেন।

তবে যদি ট্রাম্পকে দোষীসাব্যস্ত করেই রায় আসে, তাহলে তিনি কী কারাগারে যাবেন? সেক্ষেত্রে আগামী ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দল থেকে কে প্রার্থী হবেন? এমন কিছু বিষয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে বিবিসি।

দোষী সাব্যস্ত হলে কী হবে?

মামলার বিচারের পুরো সময়ে ডোনালড ট্রাম্প জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

রায়ে দোষীসাব্যস্ত হলেও সম্ভবত তাকে গ্রেফতার করা হবে না। যতক্ষণ না বিচারপতি জুয়ান মার্চান সাজা শুনানির সময় নির্ধারণ করবেন। ট্রাম্পের সাজা পরোয়ানার ক্ষেত্রে বিচারকদের কয়েকটি বিবেচনার বিষয় আছে। এর একটি হল তার বয়স (৭৭)। সেইসঙ্গে এর আগে আদালতের রায়ে অভিযুক্ত না হওয়া এবং আদালতের সম্ভাব্য আদেশ লঙ্ঘনের মত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবেন বিচারক। শাস্তির মধ্যে হতে পারে জরিমানা, নিজেকে সংশোধনের সময় বেঁধে দেওয়া অথবা কিছু সময় জেলেও হতে পারে।

অপরদিকে দোষীসাব্যস্ত হলেও প্রায় নিশ্চিতভাবেই আপিল করতে পারেন ট্রাম্প। এর ফলে আবার লেগে যেতে পারে কয়েক মাস বা তারও বেশি সময়। এর মানে রায় ঘোষণার পরই ট্রাম্পের হাতে হাতকড়া পড়বে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। আর আপিলের সময়টাতেও তিনি জামিনে মুক্ত থাকবেন বলেই আশা করা যাচ্ছে।

আপিলের ভিত্তি কী হবে?

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক এবং সে বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে তাকে ঘুস প্রদান।

ড্যানিয়েলসের দাবি, তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ওই বিষয়ে চুপ থাকতে তাকে ১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন ট্রাম্পের সে সময়ের আইনজীবী। অবশ্য ড্যানিয়েলসের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের খবর ২০১৮ সালে ছড়ানোর পর থেকেই ট্রাম্প সেটি অস্বীকার করে আসছেন। আর যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে ড্যানিয়েলস আদালতে যে প্রমাণ হাজির করেছেন, সেটিই ট্রাম্পের আপিলের একটি কারণ হতে পারে।

নিউইয়র্ক ল স্কুলের অধ্যাপক আনা কমিনস্কি বলেন, ড্যানিয়েলস যে মাত্রায় বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তা আসলে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে বলার জন্য জরুরি কিছু নয়। তবে বিস্তারিত বর্ণনা দিলে সেটি তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। একজন আইনজীবী হিসেবে খুঁটিনাটি সবই আপনি তুলে ধরতে চাইবেন, যাতে জুরি বিশ্বাস করে।

তিনি বলেন, তবে এর অন্যদিকও আছে। এসব গল্পগুলো ঘটনার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক, একপাক্ষিক কিংবা পক্ষপাতমূলক বলেও মনে হতে পারে।

রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত: যেসব তথ্য উঠে এসেছে তদন্ত প্রতিবেদনে

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে : হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিসহ ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রথমবারের মতো তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইরানি সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার এ তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। খবর তাসনিমের।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের পর গত সোমবার দুর্ঘটনাস্থলে যায় তদন্তকারী দলের সদস্যরা। বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে এ তদন্তকারী দল গঠিত হয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, হেলিকপ্টারটি পুরো পথ ধরে তার পূর্বনির্ধারিত পথেই ছিল এবং ফ্লাইট রুট থেকে বিচ্যুত হয়নি। দুর্ঘটনার দেড় মিনিট আগেই বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারের পাইলট প্রেসিডেন্টের বহরে থাকা অন্য দুই হেলিকপ্টারের পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারে বুলেট বা অনুরূপ কোনো জিনিসের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় একটি পর্বতে। এরপরই সেটিতে আগুন ধরে যায়।

ইরানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, কুয়াশা এবং নিম্ন তাপমাত্রার কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছিল। সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টায় ড্রোনের সহায়তায় বিধ্বস্ত হেলিপ্টারের ঘটনার সঠিক শনাক্ত হওয়া যায়। দুর্ঘটনার সময় ওয়াচটাওয়ার এবং ফ্লাইট ক্রুদের মধ্যে কথোপকথনে কোনো সন্দেহজনক কিছু শনাক্ত করা হয়নি বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এ দুর্ঘটনা নিয়ে আরও তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী।

প্রসঙ্গত, গত রোববার ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ানসহ ৯ জন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। বৃহস্পতিবার নিজ শহর মাশহাদে চিরনিদ্রায় শায়িত হন ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

নবীদের স্মৃতিবেষ্টিত পবিত্র কাবা শরিফ

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

হজের প্রধান প্রধান হুকুম-আহ্কামের অধিকংশই মিনায়, মুজদালিফায়, আরাফাতে পালিত হয়। এ তিনটি স্থানের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহ্ হজরত আদম (আ.)কে জান্নাতে সৃষ্টি করেন মাটি, পানি, আগুন, বাতাসের সংমিশ্রণে।

আদমের একাকিত্ব দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তার বাঁ পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেন হাওয়া (আ.)কে। জান্নাতেই আ দি মানব-মানবীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ হজরত আদম (আ.)কে সর্ববিষয়ে জ্ঞানদান করেন এবং ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু হজ রত আদমকে (আ.) সস্ত্রীক জান্নাতে থাকার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার কর, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেও না, যদি যাও তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ৩৫) ।

কিন্তু শয়তান তাদের বিভ্রমে ফেলে ওই নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিয়ে গেল, ফলে তাদের পৃথিবীতে অবতরণ করানো হলো। হজরত আদম (আ.) বর্তমান শ্রীলংকার একটি পাহাড় চূড়ায় এবং হজরত হাওয়া (আ.) জেদ্দায় অবতরণ করলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে তওবা-ইস্তিগ্ফার করায় হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর অছিলায় আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তারা মিলিত হলেন যে স্থানটিতে, সেই স্থানটির নামকরণ হয় আ রাফাত। আরাফা অর্থ পরিচিত হওয়া।

তারপর তারা যেখানটিতে এসে রাতযাপন করেন, সেই স্থানটির নামকরণ হয় মুজদালিফা। এর অর্থ একান্ত সান্নিধ্য বা নিকট থেকে নিকটতর হওয়া। সকালবেলা তারা মিনা হয়ে যে পাহাড়বেষ্টিত সমতল ভূমিতে এসে উপনীত হন এবং বসতি স্থাপন করেন, সেই স্থানটির নাম বাক্কা-যা মক্কা নামে পরিচত হয় পরবর্তীকালে।

এখানে আদম (আ.) সপ্ত আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবা বায়তুল মামুরের মতো একটি ইবাদত গৃহনির্মাণের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দোয়া করলে আ ল্লাহ বায়তুল মামুরের বরাবর নিচে ফেরেশতাদের দ্বারা একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়ে দেন এবং সেই গৃহের দেওয়ালের এক কোণে জান্নাতি একটি পাথর স্থাপন করা হয়। সেই গৃহই কাবা গৃহ আর সেই পাথরই হাজরে আ সওয়াদ। এ গৃহ সম্পর্কে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ (ইবাদত গাহ্) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য দিশারি। (সূরা আল ইমরান : আয়াত ৯৬)।

হজরত নূহ (আ.)-এর সময় ঘটে যাওয়া মহাপ্লাবনে এ গৃহ ধসে পড়ে এবং দীর্ঘকাল এ স্থান বিরান অবস্থায় থাকে। হজরত আদম (আ.)-এর বংশধররা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু বছর পর নিঃসন্তান হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজিরার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জ ন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখা হয় ইসমাইল। আল্লাহর হুকুমে হজরত ইবরাহিম (আ.) ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহর রহমতে প্রাপ্ত শিশুপুত্র ইসমাইলকে ও স্ত্রী হাজিরাকে কয়েকদিনের খাবার ও পানি দিয়ে মক্কার এ বিরান স্থানে রেখে আসেন ফিলিস্তিনের কানআন থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। তিনি দোয়া করেছিলেন : হে আমার রব্! এ নগরীকে (মক্কা) নিরাপদ রেখ এবং আমাকে ও আমার বংশকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখ। (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৫)।

হে আমার রব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার গৃহের কাছে। (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭)। কয়েক দিনের মধ্যে খাবার-দাবার ও পানি ফুরিয়ে গেলে পানির জন্য সমতলভূমিতে শিশু ইসমাইলকে রেখে মা হাজিরা পাগলিনীর মতো সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন আর সন্তানের দিকে তাকাতে থাকেন, হঠাৎ দেখতে পান শিশু ইসমাইলের পায়ের কাছে ঝিরঝির করে পানি বের হচ্ছে। তিনি ছুটে এসে সেই পানির উৎসের চারদিক পাথর দিয়ে বেঁধে দিলেন। আস্তে আস্তে সেখানে একটি কূপের সৃষ্টি হলো, যার নাম জমজম-অফুরন্ত পানি।

বেশ কয়েক বছর পর হজরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নে একদিন তার পার্থিব সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানি করার জন্য আদিষ্ট হয়ে প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুত্রকে তিনি স্বপ্নের কথা বললে পুত্র ইসমাইল বললেন : আব্বা, আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন, আমাকে ইনশাআল্লাহ্ আপনি ধৈর্যশীল পাবেন। পুত্রকে তিনি সঙ্গে নিয়ে মক্কার অদূরে মিনা স্থানে পৌঁছলেই শয়তান তিনটি স্থানে তাদের আল্লাহর এ হুকুম পালন করা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করলে তারা পাথর তুলে শয়তানকে মারলেন এ বলেন : দূর হ শয়তান, আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য। তারপর মিনার একটি স্থানে পুত্র ইসমাইলকে কাত করে শুইয়ে দিয়ে তার গলায় ছুরি চালালে আল্লাহর তরফ থেকে তা করতে নিষেধ করা হলো এবং এটা যে পরীক্ষা ছিল ইবরাহিমের জন্য তা ঘোষিত হলো। পুত্রের বদলে একটি দুম্বা কুরবানি দেওয়ার নির্দেশ এলো। হজরত ইবরাহিম (আ.) তাই করলেন। সেই কুরবানি দেওয়ার রীতি এখনো চালু আছে।

লক্ষ করা যায়, হজের বিধানগুলো পালিত হয় নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট নিয়মে। আল্লাহ্ হজরত ইবরাহিম (আ.)কে নির্দেশ দেন তার গৃহ বা কাবাঘর পুনর্নির্মাণের জন্য। কিন্তু সেই গৃহের ভিত্তি যে জমজ মের অতি কাছে তা তার জানা ছিল না। ফেরেশতা জি বরাইল এসে তা দেখিয়ে দেন এবং একখণ্ড মেঘ তার ওপর ছায়াপাত করে। হজরত ইবরাহিম সেই স্থান খুঁড়ে ভিত পেয়ে যান, সেই ভেতের ওপর তিনি তার পুত্র ইসমাইলের সহযোগিতায় কাবা শরিফের দেওয়াল তোলেন। যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি এ দেওয়াল তোলেন, সে পাথরে তার পায়ের চিহ্ন গভীর হয়ে পড়ে যায়।

সেই পায়ের চিহ্নের পাথরখানি আজও কাবা শরিফের পাশে রক্ষিত আছে, যাকে মাকামে ইবরাহিম বলা হয়। কাবাঘর আবার নির্মিত হয়ে গেলে আল্লাহ্ হজরত ইবরাহিম (আ.) কে এখানে এসে হজ করার ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হজরত ইবরাহিম (আ.) হজের ঘোষণা দেন আবু কুবায়স পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে। তারপর থেকে জিলহজের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে হজ পালিত হতে থাকে।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রিয় নবি হজরত মুহম্মাদ (সা)-এর নিকট হজ বিধান নাজিল হলে তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে এক লাখ চল্লিশ হাজার সাহাবিসহ হজ পালন করেন। তিনি ৯ জি লহজ আরাফাতে পৌঁছে কালো কম্বল দিয়ে একটি তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে উটের পিঠে আরোহণ করে বিদায় হজের খুতবা দিতে দিতে আরাফাত পাহাড়ের চূড়ায় উঠে শেষ করেন। আরাফাত পর্বতের নামকরণ করা হয় জাবালে রহমত।

প্রিয় নবি (সা.) সেই হজ যেভাবে পালন করেছিলেন এখনো হজ সেই নিয়মে পালিত হয় এবং হতে থাকবে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন : তোমরা যখন আ রাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারাম (মুজদালিফার পাহাড়)-এর নিকট পৌঁছে আল্লাহর জিকির করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তার জিকির করবে। যদিও ইতঃপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৮)। হজ বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও সংহতির এক অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহর মেহমান হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক অনন্য ব্যবস্থা হজ।

লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ ও কলামিস্ট

আখেরাতে নাজাত ও জান্নাত লাভের শর্ত

আল্লামা মাহমূদুল হাসান

বস্তুজগৎ আমাদের স্থায়ী বসবাসের আবাসভূমি নয়, বরং আমরা পরদেশী। এখানে এসেছি রিজিকের তালাশে, পুঁজি উপার্জনের জন্য। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া অবশিষ্ট পুঁজি স্বদেশে পাঠানো প্রয়োজন। আমাদের স্বদেশ এবং স্থায়ী আবাসভূমি হচ্ছে আখেরাত। যারা এখান থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেছে তারা সেখানে প্রশান্তি ভোগ করবে। আর যারা এখানের পুঁজি এখানেই শেষ করে যাবে তারা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদের সম্মুখীন। আখেরাতের জীবন হবে তাদের খুবই বেদনাদায়ক এবং কঠিন। বস্তুর আকর্ষণে প্রলুব্ধ কিন্তু মানুষ মরীচিকাময় বস্তুর আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়ে এ ধ্রুব সত্যটি অনুধাবনে সক্ষম হয় না। বস্তু আবরণের কারণে অভীষ্ট পথ হারিয়ে বসে। এ আবরণ ছিন্ন না করতে পারলে মানুষ উদাসীন এবং পথহারা হয়ে ধ্বংস হয়। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক এবং নির্ভুল জ্ঞানের। তবে কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং জ্ঞানের দিকনির্দেশনা এবং কোরআন-হাদিসের তথ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসেরও প্রয়োজন, যে বিশ্বাস মানুষকে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করে, যে অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে অপরাধ বর্জন শেখায় এবং অন্তরে নেক আমলের প্রতি আ কর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায়।

প্রগতিবাদী নব্য শিক্ষিত একশ্রেণির লোকদের বলতে শোনা যায় যে, বিধর্মীরা সেবামূলক কাজ করে, রাস্তাঘাট এবং হাসপাতাল তৈরি করে, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে, বাড়িঘর প্রস্তুত করে দেয়, বেকারত্বের সমাধানে কর্মসংস্থান করে থাকে, শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে, বিশ্ব মানবতার খেদমতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিস্টান মিশনারি, ইহুদি, কাদিয়ানিসহ বিধর্মীদের সেবামূলক তৎপরতা, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের প্রতি তাদের অবদানের কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং তারা কেন মুক্তি পাবে না, তারা কেন জাহান্নামি হবে?

আমি এ অযৌক্তিক তর্কের জবাবের জন্য আপনাদের একটি প্রশ্ন করি, যদি আপনি ফ্যাক্টরির মালিক হন আর শ্রমিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, ভাতা-বেতনের ঘোষণা দেন এবং শ্রমিকরাও আপনাকে মালিক হিসেবে মান্য করে, আপনার জারিকৃত বিধিনিষেধ মেনে চলে তাহলে অবশ্যই তারা আ পনার ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা এবং আপনার করুণারও অধিকারী হবে। কিন্তু যে শ্রমিক কাজে অত্যন্ত তৎপর, সর্বগুণে গুণান্বিত। নিজের বেতনের টাকা দিয়ে গরিব-দুঃখীদের সেবা করে, রাত-দিন সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকে, সবাই তার সুনাম করে; কিন্তু সে আপনাকে মালিক বলে স্বীকৃতি দেয় না। আপনার প্রতি আনুগত্য করে না। বরং আপনার প্রতি বিদ্রোহ দেখায়, আপনার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আপনার শত্রুদের নিয়েই তার সব কার্যক্রম চালায়; তাহলে বলুন, এই শ্রমিক তার অন্যান্য সেবামূলক আচরণের কারণে আপনার ফ্যাক্টরির শ্রমিক থাকতে এবং আপনার সুযোগ-সুবিধার অধিকারের দাবি করতে পারে? কখনোই না। কেন? এজন্য যে, হতে পারে সে অত্যন্ত সেবক, কিন্তু সে আপনাকে মালিক মানে না, আপনার আ নুগত্য করে না। অতএব, সে আপনার ফ্যাক্টরির শ্রমিক থাকার এবং সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

ঠিক এমনিভাবে বিধর্মীরা সেবামূলক কাজ করতে পারে। হতে পারে তারা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, মানুষের উপকারে তাদের খেদমত ও অবদান অপরিসীম, কিন্তু তারা আপন স্রষ্টার প্রতি ইমান রাখে না, তার আনুগত্য করে না। তারা বরং আনুগত্যশীল ওইসব লোকের প্রতি, আল্লাহর সঙ্গে যারা শত্রুতা পোষণ করে, বিদ্রোহ করে প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের সেবার আবরণে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করে। গোপন ষড়যন্ত্রের কালো থাবায় ইসলাম এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধন করে। শিক্ষা, সংস্কৃতির নামে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা তথা মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন করে। ইলমে রিসালাত তথা রসুল কর্তৃক আনীত শিক্ষা সিলেবাস বাদ দিয়ে কার্ল মার্কস, মাও সেতুং, লেনিন, ডারউইন, নিউটন, ম্যাথিউসের মতো নাস্তিক এবং ধর্মদ্রোহীদের শিক্ষা সিলেবাস চালু করে মুসলমানদের রক্তে গড়া স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে খোদাদ্রোহী, ইমান-আকিদা খর্বকারী কুশিক্ষা এবং অসভ্য কৃষ্টির প্রচলন ঘটায়। আপনারাই বলুন, এরূপ কাফের, বেদিন এবং বিধর্মীরা কি নাজাত পেতে পারে?

হেদায়েত এবং নাজাতের পথ দুটি; তার একটি হচ্ছে গুনাহ বর্জন। তবে গুনাহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্তর। আল্লাহর কাছে দুটি গুনাহ অত্যন্ত মারাত্মক। এর একটি গুনাহ এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় নেকি দিয়ে ভরে রাখলেও গুনাহের পাল্লা ভারী হবে। তার একটি গুনাহ হচ্ছে কুফর এবং শিরক। যার মধ্যে কুফর, শিরক এবং নেফাক থাকে তার কোনো আমলই গ্রহণীয় নয়। আখেরাতে নাজ াতের জন্য এগুলো প্রতিবন্ধক হবে। আল্লাহর শোকর যে, মুসলমানগণ এ গুনাহ থেকে মুক্ত রয়েছে। এ গুনাহের শাস্তি হচ্ছে অনন্তকাল জাহান্নাম।

লেখক : আমির, আল হাইআতুল উলয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	৩১	২:৫৩	৪:৪৭	০১:০৩	৬:৩১	৯:১১	১০:২৭
শনিবার	০১	২:৫২	৪:৪৬	০১:০৪	৬:৩২	৯:১২	১০:২৮
রবিবার	০২	২:৫০	৪:৪৫	০১:০৪	৬:৩৩	৯:১৩	১০:৩০
সোমবার	০৩	২:৪৯	৪:৪৪	০১:০৪	৬:৩৪	৯:১৪	১০:৩১
মঙ্গলবার	০৪	২:৪৮	৪:৪৪	০১:০৪	৬:৩৪	৯:১৫	১০:৩২
বুধবার	০৫	২:৪৭	৪:৪৩	০১:০৪	৬:৩৫	৯:১৬	১০:৩৪
বৃহস্পতিবার	০৬	২:৪৬	৪:৪৩	০১:০৪	৬:৩৫	৯:১৭	১০:৩৫

এমন ‘বে-নজির’ সম্পত্তি আসে কোথা থেকে!

সাইফুর রহমান তপন

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানের সম্পদ যেন উপচে পড়ছে। চলতি বছর মার্চে একটি বাংলা দৈনিকে তাঁর ‘চেরাগপ্রাপ্তি’ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। তাতে এ পর্যন্ত বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, কক্সবাজার, সাভারসহ ঢাকার আশপাশে ৬২১ বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া গেছে। রাজধানীর গুলশানে পাওয়া গেছে আলিশান চারটি ফ্ল্যাট, যেগুলোর মোট আয়তন ৯ হাজার ১৯২ বর্গফুট, যার বর্তমান বাজারদর ২৩ কোটি টাকার কম নয়। পরিবারটির নামে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের কয়েক কোটি টাকা মূল্যমানের শেয়ার ও তিনটি বিও হিসাব, ৩৩টি ব্যাংক হিসাব এবং ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্রও খুঁজে পাওয়া গেছে।

বেনামে আরও কত কী রয়েছে, আমরা জানি না। কিন্তু বেনজীর আহমেদ যেন তাঁর নামকে সার্থক করেছেন। বাংলা ভাষায় ‘বে-নজির’ শব্দের অর্থ, নজিরবিহীন। সত্যিই, আগে কোনো আইজিপি বা শীর্ষস্থানীয় কোনো আমলার এত সম্পদের নজির দেখা যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন বে-নজির সম্পত্তি আসে কোথা থেকে?

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটরের আবেদনের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ঢাকার আদালত বেনজীর আহমেদ ও তাঁর পরিবারের এসব সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দ ও ‘ফ্রিজ’ করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্পদের ফিরিস্তি এখানেই শেষ বলে মনে হচ্ছে না। রোববার এ নিয়ে সর্বশেষ শুনানিকালে দুদক আইনজীবী জানিয়েছেন, বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা সম্পদের খোঁজ চেয়ে বিভিন্ন জেলায় দুদক চিঠি দিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য আসতে শুরু করেছে। সোমবার সমকাল বলছে, বিদেশেও বেনজীর পরিবারের সম্পদের তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) চিঠি পাঠিয়েছে দুদক।

সংবাদপত্রে আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বেনজীর আহমেদ এগুলোকে নিছক ‘কুৎসা’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “একজন অনেক ক্ষিপ্ত, খুবই উত্তেজিত হয়ে এক্ষুণি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ লিখে ফেলছেন। দয়া করে সামান্য ধৈর্য ধরুন। ঘোষণাই তো আছে ‘কুৎসার কিসসা আভি ভি বাকি হ্যায়’।” তবে দুদকের অনুসন্ধান দেখে মনে হচ্ছে, বেনজীরের সম্পদের তথ্য যতটুকু পাওয়া গেছে, তা ‘ট্রেইলার’ মাত্র; হিন্দি সিনেমার সংলাপের মতো বলা যায়, ‘পিকচার আভি বাকি হ্যায়’।

এমনটা মনে করার কারণ হলো, এ পর্যন্ত দুদকের জালে ওঠা বেনজীর ও তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তির প্রায় সবই এসেছে তিনি পুলিশ ও র‍্যাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা থাকাকালে বা চাকরি থেকে অবসরের পরপর। ২০১৫ সালে র‍্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার ছিলেন। প্রায় সাড়ে চার বছর র‍্যাবের শীর্ষ পদে থাকার পর ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল পুলিশের মহাপরিদর্শক হন তিনি। ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি অবসরে যান। সত্যিই কি চাকরিজীবনে তিনি আলাদিনের চেরাগ পেয়েছিলেন?

এদিকে, আদালত দ্বিতীয় দফায় যে ২৭৬ বিঘা জমি জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তার পুরোটাই বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জীশান মীর্জার নামে। জমিগুলো মাদারীপুরের সাতপাড় ডুমুরিয়া মৌজায়, ২০২১ ও ২০২২ সালের বিভিন্ন সময় ১১৩টি দলিলে কেনা। গুলশানের অভিজাত চার ফ্ল্যাটও কেনা হয় এক দিনে (২০২৩ সালের ৫ মার্চ) বেনজীর অবসরে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে।

উপরন্তু আদালতে জব্দ বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৬২১ বিঘা জমির মধ্যে ৫২১ বিঘার একক মালিক বেনজীরের স্ত্রী। গুলশানের চারটি ফ্ল্যাটের তিনটিরই মালিক তাঁর স্ত্রী। অথচ বেনজীর পুলিশে চাকরি করাকালে তাঁর স্ত্রী কোনো পেশায় ছিলেন বলে জানা যায়নি। শুধু দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর বেনজীর এক ভিডিও বার্তায় দাবি করেন, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা মৎস্য খামারি। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, স্ত্রী ও সন্তানদের মালিকানাধীন গোপালগঞ্জের সাভানা এগ্রো প্রজেক্ট শুরু হয় ২০১৪ সালে, যখন তিনি ঢাকার পুলিশ কমিশনার। অভিযোগ আছে, সে প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। যদিও বেনজীর এ অঙ্কটি সঠিক নয় দাবি করে বলেছেন, প্রকল্পের অর্থায়ন হয়েছে ব্যবসা ছোট থেকে বড় করার প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত মুনাফা ও ব্যাংক ঋণ থেকে।

মৎস্য প্রকল্পের টাকা কোত্থেকে এসেছে– সেটা নিশ্চয় তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে। তবে প্রশ্ন হলো, মাছের ব্যবসায় কী এমন জাদু আছে যে, মাত্র সাত-আট বছরের একজন ব্যবসায়ী এক দিনে ২৭৬ বিঘা জমির মালিক বনে যান এবং গুলশানের মতো জায়গায় এক দিনে তিনটি ফ্ল্যাট কিনে নেন? বেনজীরের সন্তানরাই বা কীভাবে ওই মৎস্য খামারের শরিকানা ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পেশায় না থেকেও এত জমি-ফ্ল্যাটের মালিক হন?

আরও গুরুতর প্রশ্ন হলো, বেনজীর আহমেদ যখন এ বিশাল ভূসম্পত্তি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নামে নিবন্ধন করছিলেন, তখন দুদক বা নজরদারির অন্যান্য সংস্থা কী করছিল? এরই মধ্যে তাঁকে তো ২০২২ সালের ২৭ জুন রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারও দেওয়া হয়। সেটাই বা কী করে সম্ভব হলো?

কোনো সরকারি কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়ার মানে এই স্বীকৃতি দেওয়া– তিনি অর্পিত দায়িত্ব শুধু নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করেছেন। ফলে অন্য সরকারি কর্মীদের কাছে এ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইকনে পরিণত হন। কিন্তু বেনজীরের সম্পদ সম্পর্কিত দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফল দেখে কেউ শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য যোগ্য ব্যক্তি বাছাই প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তোলো, তাকে দোষ দেওয়া যাবে?

বর্তমান সরকারের আমলে বেনজীর এমন তিনটি পদ অলংকৃত করেছেন, আমাদের মতো দেশে যার একটাই দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখানোর জন্য যথেষ্ট। এর মানে এই নয়– সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকারের চেয়েও বেনজীর বেশি প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু এটা মানতেই হবে, সরকারি কর্মচারীদের পাঁচ বছর পরপর সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বিধানটি যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হতো, তাহলেও বেনজীর হয়তো কিছুটা সমঝে চলতেন।

যা হোক, বেটার লেট দ্যান নেভার। দুদক যদি অন্তত এখনও বেনজীরকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে, তাহলেও দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামে একটা বড় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার ও অন্যান্য সংস্থা কি এ ক্ষেত্রে দুদকের সহযোগী হবে?

সাইফুর রহমান তপন: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

---- ১৯ নং পৃষ্ঠার পর ...

আজিজ ও বেনজীরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কারা

বক্তব্য দেন অর্থমন্ত্রী।

কিন্তু বাহিনী দুটি তাদের সাবেক প্রধানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে কি না–এ প্রশ্নে নানা আলোচনা চলছে। জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে ছিলেন, ফলে বাহিনী নিজে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না বলে মনে করেন সাবেক তিনজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা। পুলিশ বাহিনীতেও সাবেক প্রধানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা নিজেদের ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন।

সেনাবাহিনী কি ব্যবস্থা নিতে পারে?

সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লে. জেনারেল (অব.) মইনুল ইসলাম বলেন, সেনাবাহিনী নিজে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। কারণ, জেনারেল আজিজ আহমেদ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে ছিলেন, তাঁর অধীন ছিল বাহিনী। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বাহিনী ব্যবস্থা নিতে পারে না। মইনুল ইসলাম উল্লেখ করেন, সাবেক এই সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেনাবাহিনীর আরও দুজন অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিলে তখন সেনাবাহিনী সহায়তা করতে পারবে।

উনি তো (বেনজীর আহমেদ) চাকরিতে নেই। যিনি চাকরিতে থাকেন, তিনিই কেবল শৃঙ্খলাবিধির আওতায় থাকেন। যিনি চাকরিতে থাকেন না, সরকারি টাকা নেন না, সোজা কথায়–যিনি প্রজাতন্ত্রের বেতনভোগী কর্মকর্তা নন, তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবিধিতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। এখন যেখানে ফৌজদারি আইনের বরখেলাপ হয়েছে, সেখানে ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। পুলিশেও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা বলেন, বেনজীর আহমেদ এখন পুলিশ বাহিনীর কোনো কর্মকর্তা নন। যদি তিনি পুলিশের চাকরিতে থাকতেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল। এখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যেখানে ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে পুলিশের অভ্যন্তরীণ কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

যা বললেন ওবায়দুল কাদের

সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ ও সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদ ইস্যুতে সরকার বিব্রত নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি এই বিষয়ে বলেন, সরকারের বিচার করার সৎ সাহস আছে। সরকার তাঁদের অপরাধ অস্বীকার করে পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি। দুর্নীতির ব্যাপারে সরকারপ্রধান আপসহীন।

মঙ্গলবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত করে বের করছে। দুদক স্বাধীন। এই স্বাধীনতা শেখ হাসিনা দুদককে দিয়েছেন। দুদক জানিয়েছে, বেনজীর আহমেদের অবৈধ সম্পদের বিষয়ে এখনো তদন্ত হচ্ছে এবং আরও তদন্ত হবে।

তিনি আরও বলেন, তদন্ত হচ্ছে মানে, মামলা হলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। কোনো অপরাধী শাস্তি ছাড়া পার পাবেন না শেখ হাসিনার আমলে। সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ যদি অপরাধী হন, তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত করতে পারবে দুদক। অপরাধী হলে অপরাধের জন্য শাস্তি পেতেই হবে। তিনি যে-ই হোন।

হাজার হাজার আজিজ-বেনজীর তৈরি করেছে আ'লীগ : মির্জা ফখরুল

এদিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একজন আজিজ, বেনজীর নয়, হাজার হাজার আজিজ-বেনজীর তৈরি করেছে এই আওয়ামী লীগ।

বুধবার রমনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন। দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি।

পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদ ও সেনা প্রধান আজিজ আহমেদ প্রসঙ্গ তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, বেনজীরকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পরও তাকে পুলিশ প্রধান বানিয়েছিল আওয়ামী লীগ। একজন আজিজ নয়, বেনজীর নয়, হাজার হাজার আজিজ, বেনজীর তৈরি করেছে এই আওয়ামী লীগ। এরা বর্গিতে পরিণত হয়েছে। টাকা পাচার করে দেশকে শূন্য করেছে। লুটপাট, লুণ্ঠন করে সব শেষ করেছে। এ দায় সরকারকেই নিতে হবে।

বেনজীরের আরও ১১৯ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রীর আরও ১১৯টি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানিতে তাদের নামে থাকা শেয়ার জব্দ করারও আদেশ দেয়া হয়েছে। রোববার ঢাকা মহানগর আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর সাংবাদিকদের বলেন, দুদকের আরও একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদের ও তার স্ত্রীর নামে থাকা আরও ১১৯টি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ দিয়েছেন। ১১৯টি স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মাদারীপুর জেলার বেনজীরের স্ত্রীর নামে ১১৪টি দলিলের সম্পদ, একই জেলার আরেকটি উপজেলার ১টি দলিল, সাভারের ১টি সম্পত্তি রয়েছে এবং গুলশানের ৪টি ফ্ল্যাট রয়েছে। ৪টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ২০৪২ স্কয়ার ফিটের ২টি এবং ২০৫৩ স্কয়ার ফিটের ২টি। এ ছাড়া ৪টি নিজ নামীয় কোম্পানি, ৪টি বিও অ্যাকাউন্ট। ১৫টি আংশিক মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার রয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার বেনজীর ও তার স্ত্রীর ৮৩টি স্থাবর ও ৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের স্থাবর সম্পদ ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পদ ফ্রিজ করার জন্য আদালতে আবেদন করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. হাফিজুল ইসলাম। আবেদনে বলা হয়, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজ না করা গেলে তা হস্তান্তর হয়ে যেতে পারে।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবে না। এরই মধ্যে বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী-সন্তানের স্থাবর সম্পদ ক্রোক, জব্দ ও ব্যাংক হিসাব জব্দের বিষয়ে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান গণমাধ্যমকে জানান, গত বৃহস্পতিবার অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আদালত বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পদ জব্দের যে আদেশ দিয়েছিল, সেটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে দুদক। পর্যায়ক্রমে আদালতের আদেশ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার কার্যালয় ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এর আগে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনুসন্ধানে নামে দুদক। সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. হাফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়। অন্য সদস্যরা হলেন- সহকারী পরিচালক নিয়ামুল হাসান গাজী ও জয়নাল আবেদীন। বেনজীর আহমেদ ২০২০ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইজিপি ছিলেন। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার ও র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বিদেশযাত্রায়

বেনজীর আহমেদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। ২৭ মে সুপ্রিম কোর্টে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশের পর বেনজীরের বিষয়ে আর কি পদক্ষেপ নেবে দুদক- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে দুদক আইনজীবী বলেন, প্রয়োজন মনে করলে আদালতে বেনজীর আহমেদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চাইবেন তদন্ত কর্মকর্তা।

কাজী নজরুল–সাম্য যাঁর জীবনের মূল সুর

এন এন তরুণ

দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবন পালটে দেওয়ার এক গভীর প্রেষণা নজরুলকে তাড়িয়ে ফিরেছে সারাটা জীবন। যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায় ও জীবনাচরণে। প্রথম জীবনে লেখা সাম্যবাদী কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কুলি মজুর' কবিতায় তিনি লেখেন:

'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?'

এ কবিতা আমাদের মর্মে আঘাত করে। কবির মতো আমাদের চোখও সিক্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার 'আসিতেছে শুভদিন' উচ্চারণ করে আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন। একজন বিপ্লবীর মতো যুবক নজরুলও আমাদের স্বপ্নের কথা বলেন। বলেন, 'মহা-মানবের মহা-বেদনার মহা-উত্থানে' নিশ্চয়ই একদিন 'মিলনের বাঁশী' বাজবে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল খোদ ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিরাজমান অসাম্য, অবিচার, অন্যায় ও দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভগবানের খেয়ালিপনাকে দায়ী করেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে উদ্যত হন। দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং এই অসাম্যজনিত দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর প্রেষণা কতটা গভীর হলে একজন কবির কবিতায় বিদ্রোহের এমন দামামা বাজে, বহুপ্রজন্ম পরে আজ এই একবিংশে সে কথা ভাবি আর শিহরিত হই।

মুজাফফর আহমদের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়, সখ্য ও বসবাস একটি বিশেষ ঘটনা, বাঙালির ইতিহাসেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণ মানুষের প্রতি নজরুলের ভালোবাসা, দেশপ্রেম ইত্যাদি সাম্যবাদী চেতনায়, বিপ্লবী ধারায়, সর্বহারার রাজনীতিতে প্রবাহিত হয় মুজাফফর আহমদের সান্নিধ্যে এসেই। বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফফর আহমদ কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন নজরুলের কবি হয়ে ওঠা, সাম্যবাদী হিসেবে বেড়ে ওঠা। কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা শিরোনামে যে বই তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর অদেখা অতীত জীবনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেন।

ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে সব সময় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায়ই তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার ঘটনাকে, 'ম্যাট্রিকুলেশন পাসের চেয়ে দেশপ্রেমকেই উচ্চাসন দিয়েছেন নজরুল' বলে মন্তব্য করছেন মুজাফফর আহমদ। 'একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে যে কজন বাঙালি সারা জীবন নিরলস কাজ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একেবারে শীর্ষস্থানীয় কাজী নজরুল ইসলাম'–ঐতিহাসিক শুভ বসুর এ কথার সমর্থন মেলে কমরেড মুজাফফর আহমদ যখন বলেন, 'হিন্দু জমিদার কর্তৃক চালিত স্কুলে বেতন দিতে হতো না নজরুলকে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর হোস্টেলের খরচ ও মাসে ৭ টাকা জোগান দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন ওই হিন্দু জমিদারেরাই। সম্ভবত এভাবেই নজরুল সমাজে অসাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এভাবেই অসাম্প্রদায়িকতার বীজও প্রোথিত হয় তাঁর মনের গভীরে।'

প্রথমত, সেনাবাহিনীর 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানিতে যোগদান করার যে ডাক নজরুলের কানে পৌঁছেছিল, সেটা তাঁর নিকটে ছিল দেশপ্রেমের আহ্বান।' আবার 'তিনি ফিরেও এসেছিলেন দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে।' এর আগে সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পশ্চিম বঙ্গীয় দলে অর্থাৎ যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত নিবারণচন্দ্রের মতবাদের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন নজরুল, সম্ভবত ১৯১৭ সালের দিকে। এদিক থেকে বলা যায়, নজরুলের সাম্যবাদের দীক্ষাগুরু, তাঁর শিক্ষক নিবারণচন্দ্রই।

দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে ফিরে আসার প্রমাণ পাই আমরা যখন তাঁর সাহিত্য ও কর্মতৎপরতার দিকে তাকাই। নজরুল এতটা জনপ্রিয় কীভাবে হলেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুজাফফর আহমদ লিখেছেন, 'তাঁর গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্য চটকলের বাঙালি মজুরেরা তাঁকে ডেকেছে। পরে কৃষকদের ভেতরেও বক্তৃতা দিয়েছে। এভাবে তিনি পৌঁছেছেন জনগণের মধ্যে। এই জন্যই বাংলা দেশের কবিদের মধ্যে নজরুল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিলেন। আজও কারখানার মজুরেরা তাঁর জন্মদিন পালন করেন।'

১৯২০ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে নবযুগ-এ 'ধর্মঘট' শিরোনামে যে লেখাটি তিনি লেখেন, তা থেকে বোঝা যায় মেহনতি মানুষের প্রতি তাঁর কতটা আকর্ষণ ছিল। তিনি লিখেছেন: 'চাষী সমস্ত বছর ধরিয়া হাড়ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়-ভাত খাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের ওপর পা দিয়া বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশি বাঁচে না; কোম্পানি তাদের দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে'

নজরুলের জীবন থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ব্যক্তিজীবনের আঘাত থেকে সমষ্টির জীবনে ফিরে আসা, খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য ফেরানোর কাজে যোগ দেওয়া।

মুজাফফর আহমদের ভাষ্যমতে, 'আলী আকবর খান ও তাঁর ভাগনি সৈয়দা খাতুনের (নজরুল যাঁর দিয়েছিলেন নার্গিস) দ্বারা আহত, প্রতারিত ও অপমানিত হয়ে কুমিল্লায় ফিরে এসে ছয় মাস প্রায় না লেখার পরে তাঁর কলম হতে আবার কবিতা বইতে লাগল ঠিক যেন পাগলা ঘোড়ার স্রোতের মতো। কিন্তু হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়,–নতুন জীবনের গান, শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর গান।' এই শিক্ষা আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকেও পাই–এমনকি প্রেমের উপন্যাসেও। শেষের কবিতার নায়ক বলছেন, 'আমার রয়েছে কর্ম, রয়েছে বিশ্বলোক, ফিরিবার পথ নাই।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিপ্লবী হতে পারেননি বা হতে চাননি। তবে তিনি একজন বিপ্লবীর আবির্ভাব কামনা করেছিলেন একান্তভাবে। তিনি এমন একজন বিপ্লবীর আবির্ভাব চেয়েছিলেন, যিনি ভারতের খোলনলচে পালটে দেবেন। একজন বিপ্লবীর জীবন কেমন হবে, কী রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তাঁকে, তা তিনি জানতেন। সে জন্যই সেই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবীকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন কবিতায়, এভাবে:

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অপেক্ষায়ই ছিলেন? নজরুল তাঁর শেষ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে যখন বলেন, 'দ্যাখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীটসের মত খুব বড় একটা ট্র্যাজেডী আছে, তুই প্রস্তুত হ', তখন তা-ই মনে হয়।

১৯৪১ সালের ৬ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে, জীবনের শেষ বক্তৃতায়, যে মর্মস্পর্শী কথাগুলো উচ্চারণ করেন, তার মধ্যে আছে অভিমান, আছে জীবনদর্শন, 'পৃথিবীতে আগমনের' কারণ ও বিদ্রোহের কারণের ব্যাখ্যা। তিনি বলছেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কোনোটাই নয়। আমি কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি; গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুল বলছেন, 'আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা-কলুষিত-পুরাতন-পচা, সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।'

এরপর সীমাহীন অভিমান নিয়ে নিচের কথাগুলো নজরুল যখন উচ্চারণ করেন, তখন আমরা অশ্রুসিক্ত হই: 'যদি আর বাঁশী না বাজে, বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি। আমি নেতা হতে আসিনি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী হতে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।'

বক্তৃতা শেষের কবিতাটাই যে কবির শেষজীবনের গান হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করে সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।'

ড. এন এন তরুণ : ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।

যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন

ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের জবাব দেওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে

জোনাথন ফ্রিডল্যান্ড

ভোটাররা চান দেশের অগ্রগতি; একই সঙ্গে তারা জবাবদিহিতাও চান। একটি ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে, তাই, সব ধরনের অপচয় ও অযোগ্যতার কথাও মাথায় রাখতে হবে। তারা বলেন, আমাদের সামনে তাকানো উচিত, পেছনে নয়। বেশির ভাগ সময় এটাই সত্য। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম কিছুও করতে হয়। আমরা বর্তমানে এ ধরনের ব্যতিক্রম সময়েই দাঁড়িয়ে আছি। রক্ষণশীল বা কনজারভেটিভরা গত ১৪ বছর ধরে দেশের এত বিপুল ক্ষতি করেছেন যে, তাদের এই নির্বাচনে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হবে। অবশ্য এটা হবে নির্বাচনী শাস্তি।

কনজারভেটিভ পার্টি তথা টোরিদের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করার দরকার রয়েছে। মৌলিক প্রয়োজন থেকেই শুরু করা যাক। তাদের কারণে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছে। গত সাধারণ নির্বাচনের চেয়ে বর্তমানে জনগণ আরও বেশি খারাপ অবস্থায় পড়েছে। এটা এমন একটি কাণ্ড, যা প্রায় বা পুরোপুরি তুলনাহীন। ইংল্যান্ডে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন শত শত কিংবা হাজারগুণ বেশি ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় করছে।

যে কোনো বিষয়ই ধরুন, দেখবেন একই বিবর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে। নেপোলিয়ান যুদ্ধের পর থেকে, দেশের স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যেও, ২০১০-এর দশকেই সবচেয়ে কম মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়াটারলু যুদ্ধের পর থেকে একই সময়ে যুক্তরাজ্যে উৎপাদশীলতা সর্বনিম্নে ছিল। এই পরিস্থিতিতে আয় ২০০৭ সালের পর্যায়ে নিতে একজন ব্যক্তিকে ২০২২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। অর্থাৎ ১৫টি বছর তাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

প্রত্যেকেই এই পরিস্থিতির চাপ মোকাবিলা করছেন; কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি পার করছেন। দেশে এখন ৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন লোক খাদ্যের অভাবে আছে, যেখানে ১২ শতাংশ শিশু। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে যে শিল্পটির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছে তা হলো খাদ্য ব্যাংক। সুরক্ষা কর্মসূচিকে আমরা হতদরিদ্রদের শেষ আশ্রয় বলে মনে করতাম। খুব অল্প লোকই এ সুবিধা নিত। সেদিন আর নেই। বর্তমানে ২ মিলিয়নের বেশি লোক এমন পরিবারের সদস্য, আগের বছরে যাদের খাদ্য ব্যাংকের সহায়তা নিতে হয়েছিল। এজন্য টোরিরা কভিড ও ইউক্রেনকেই দোষারোপ করবে। বলবে, এগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এটা মূলত তাদের সিদ্ধান্তজনিত দোষকে এড়িয়ে যাওয়া। এই সরকারই অভাবি পরিবারগুলোকে সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি সন্তানের সীমা বেঁধে দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত বাতিল হলে ৫ লাখ শিশু দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু তারা সেটি বহাল রেখেছিল।

ব্রিটেনবাসী জরুরি দরকার এমন জিনিসের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে। এটা এমন হতে পারে যে, একজন মা চিকিৎসকের সাক্ষাৎ লাভের (জিপি) আশায় সকাল ৮টায় অধীর আগ্রহ নিয়ে ফোন নিয়ে রিসিভার ধরে বসে আছেন। ২০২২ সালে বিলম্বিত সেবার কারণে ৮ হাজার লোক হয় মারা গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু সন্তান এখন এমন আতঙ্ক নিয়ে তার বাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ডেকে অপেক্ষা করছে। ৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন ব্রিটিশবাসী জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার (এনএইএস) অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে। এটা এমনও হতে পারে, অপরাধের শিকার একজন আদালতে সুবিচারের আশায় কয়েক বছর অপেক্ষা করছেন।

এতকিছু ভেঙে গেছে। গোটা অঞ্চলেই এখন পুলিশ টহল নেই। ৯০ শতাংশের বেশি অপরাধ অমীমাংসিত; চুরি ও অসামাজিক আচরণের মতো কাণ্ডগুলো এখন অপরাধের তালিকাতেই নেই। এ থেকে তদন্তের হাল ও দোষী সাব্যস্তের অবস্থা বোঝা যায়। এই সপ্তাহে পুলিশকে অল্প গ্রেপ্তারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ উপচে পড়া ভিড়ের কারাগারে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। আমরা কতটা ডুবে গেছি, তা দেখতে আমাদের নদী ও উপকূলীয় পানির দিকে তাকান। অথবা এ থেকে দূরে থাকুন। কারণ এগুলো কাঁচা নর্দমায় বাদামি রং ধারণ করেছে। দ্বীপের একটি দেশ হওয়ার পরও আমরা সমুদ্রে যেতে ভয় পাই। কারণ টোরিরা নদীগুলো ধ্বংস করেছে।

এই সপ্তাহে দূষিত রক্ত ও পোস্ট অফিস কেলেঙ্কারির জবাবদিহিতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। রাজনীতিবিদরা যেখানে একচোখা হয়ে পড়েছে এবং তারা প্রায়ই বলেন, নির্বাচনের দিন তারা বিচারের মুখোমুখি হবেন। বেশ, তাহলে সেই দিনটিই ঘনিয়ে আসছে।

সুতরাং ওয়াদা ও খুচরা প্রস্তাবগুলো নিজের কাছেই রেখে দিন। ব্যাপারটি জবাবদিহিতার। ৪ জুলাই হলো কনজারভেটিভরা এতদিন যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় এনেছে এবং তারা যে ক্ষতি করেছে, তার হিসাব করার দিন। নির্বাচনে টোরিদের কেবল হারা উচিত নয়, উপযুক্ত শাস্তি পাওয়া উচিত।

জোনাথন ফ্রিডল্যান্ড: গার্ডিয়ানের কলামিস্ট; গার্ডিয়ান থেকে তর্জমা করেছেন ইফতেখারুল ইসলাম।

চ্যালেঞ্জের মুখে কনজার্ভেটিভ

যাওয়ার এটিই সময় এবং নতুন প্রজন্মেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।' পদত্যাগ করা সিনিয়র এমপিদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেসও আছেন।

এই গণপ্রস্থানের মধ্যে প্রচারণা চলাকালীন ছুটির দিনে নির্বাচনের কৌশল নির্ধারণে উপদেষ্টাদের সঙ্গে ঋষি সুনাকের আলোচনায় সময় ব্যয় করাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। সংবাদমাধ্যমটির উদ্ধৃত একটি সূত্র সুনাকের এই পদক্ষেপকে 'হাস্যকর' বলেছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রীরা নাকি সাধারণত প্রচারণার প্রথম সপ্তাহান্তে তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাড়িতে সময় কাটান না।

বিরোধী লেবার পার্টির এমপি স্টেলা ক্রিসি সামাজিক প্ল্যাটফর্মে দেওয়া পোস্টে বলেছেন, সুনাকের ইতিমধ্যেই একটি ডুভেট ডের (মানসিক অবসাদ কাটাতে অতিরিক্ত ছুটি) প্রয়োজন। ব্রিটেনেরও এখন একটি ভিন্ন সরকারের প্রয়োজন।

তবে ঋষি সুনাকের ঘরে সময় কাটানোর বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে কনজারভেটিভ পার্টির মন্ত্রী বিম আফোলামি দাবি করেন, সুনাক উত্তর ইংল্যান্ডের নির্বাচনী এলাকা ইয়র্কশায়ারে প্রচারণায় দিন কাটিয়েছেন। গত শুক্রবার বেলফাস্টে টাইটানিক কোয়ার্টার পরিদর্শন করছিলেন ঋষি সুনাক। আসন্ন নির্বাচনে তিনি কোনো ডুবন্ত জাহাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কি না একজন সাংবাদিক ঋষি সুনাককে এমন প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে দাবি এনডিটিভির।

এদিকে টোরি পার্টির সমালোচনা করাকেই নির্বাচনী প্রচারণার কৌশল বলে নির্ধারণ করেছেন বিরোধী লেবার পার্টির নেতা স্যার কেয়ার স্টার্মার। টোরিদের নেতৃত্বই দেশের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিয়েছে এবং বাড়িয়ে দিয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়-এসব দাবির ওপর ভিত্তি করেই লেবার নেতা তাঁর যুক্তি সাজিয়েছেন।

গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার পরিচালিত জরিপে দেখায় যে, কনজারভেটিভদের ১ পয়েন্ট বাড়ায় জনসমর্থন এখন প্রায় ২২ শতাংশ। অন্যদিকে, দুই পয়েন্ট কমার পর লেবার পার্টির সমর্থন প্রায় ৪৪ শতাংশ।

নৌকায় চেপে ৫ মাসে বৃটেনে এসেছেন ১০ লাখ

এদিকে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই ছোট্ট নৌকায় চেপে বিপজ্জনক ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর রেকর্ড হয়েছে। গত ২৫ মে শনিবার সরকারের প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে এখন পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি আশ্রয়প্রার্থী ছোট্ট নৌকায় করে ব্রিটেনে পৌঁছেছেন।

আগামী ৪ জুলাইয়ের সাধারণ নির্বাচনের আগে অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান ঢলের এই পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বিপজ্জনক ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডের দক্ষিণের সমুদ্র সৈকতে পৌঁছানো আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ১০ হাজার ১৭০ জনে পৌঁছেছে। যা গত বছরের একই সময়ের ৭ হাজার ৩৯৫ জনের তুলনায় অনেক বেশি।

হোম অফিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, আমরা চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ঠেকাতে ও জীবন বাঁচাতে আমাদের ফরাসি অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, ব্রিটেনে অবৈধভাবে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের নির্বাচনের আগে রুয়ান্ডায় পাঠানো হবে না। অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীদের ঘিরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নীতির বিরোধিতা করলেও নির্বাচনের আগে সুনাকের এমন অবস্থানে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর বিষয়ে কনজারভেটিভ পার্টির সরকারের নেওয়া পরিকল্পনা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে আইনি বাধার কারণে আটকে আছে। নির্বাচনে জয়ী হলে এই নীতি বাতিল করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দলটি। লেবার পার্টির অভিবাসনবিষয়ক ছায়া মন্ত্রী স্টিফেন কিনক বলেছেন, এই সমস্যা মোকাবিলায় সুনাকের সরকার পর্যাপ্ত কাজ করেনি।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা এখন কয়েকশ মানুষকে রুয়ান্ডায় নিয়ে যাওয়ার দিকে। প্রতি মাসে হাজার হাজার মানুষ চ্যানেল অতিক্রম করলেও তাদের দেখছে না সরকার।

লেবার পার্টি বলেছে, এবারের নির্বাচনে জয়ী হলে তারা পুলিশ, দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রসিকিউটরদের সমন্বয়ে একটি বর্ডার সিকিউরিটি কমান্ড গঠন করবে। যাতে এই কমান্ড মানবপাচার বন্ধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করতে পারে। সূত্র: রয়টার্স

স্বতন্ত্র লড়বেন করবিন

করবিন ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টির নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয় লেবার পার্টি। সেই দল থেকে ২০২০ সালে করবিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

আগামী ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে লন্ডনের ইসলিংটন নর্থ আসন থেকে জয় পেয়ে আসছেন করবিন। লেবার পার্টির প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নাম না দেখে গত ২৪ মে শুক্রবার নির্বাচন করার ঘোষণা দেন তিনি। করবিন বলেছেন, 'সাম্য, গণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে একটি স্বাধীন কণ্ঠস্বর' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে ওই আসন থেকে নির্বাচন করবেন তিনি। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'আমি চাই, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যেন গণতান্ত্রিক হয়। তবে ইসলিংটন নর্থে লেবার পার্টির সদস্যদের নিজেদের (পছন্দের) প্রার্থী বেছে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

৭৪ বছর বয়সী করবিন বলেন, 'আমাদের একটি পদক্ষেপ নিতেই হতো। সোচ্চার হয়ে বলতেই হতো, আমরা এটা আর মেনে নিতে পারছি না। আমরা নিজেদের অধিকার আদায় করেই ছাড়ব। এ কারণেই ইসলিংটন নর্থের মানুষের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

১৯৮৩ সাল থেকে ইসলিংটন নর্থ আসনে টানা নির্বাচিত হয়ে আসছেন করবিন। ২০২০ সালে লেবার পার্টি থেকে করবিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দলে তাঁর নেতৃত্বের সময় ইহুদিবিরোধী অভিযোগগুলো তিনি কীভাবে সামলেছেন-এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় লেবার পার্টি।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের চলমান হামলার নিন্দা জানিয়ে আসছেন করবিন। এ নিয়ে যুক্তরাজ্যে একধিক বিক্ষোভেও অংশ নিয়েছেন তিনি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও দেশটির সরকারে সামগ্রিক নীতির বড় সমালোচক করবিন। এমনকি গাজায় 'জাতিগত নিধনের' অভিযোগ তদন্ত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রতি আহ্বান জানানো রাজনীতিকদের একজন তিনি।

আবর্জনা ছুড়ে ফেললে ১০০০ পাউণ্ড

ডিসকাউন্ট পেমেন্ট ২৫০ পাউন্ড)।

ফ্লাই-পোস্টিং (পোস্টার লাগানো) এবং গ্রাফিতি (ওয়ালে অংকন করা) উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমান ৮০ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৫০০ করা হয়েছে (প্রারম্ভিক ডিকাউন্ট পেমেন্ট ২৫০ পাউন্ড)। যে পরিবারগুলো দায়িত্বশীলভাবে তাদের বর্জ্য নিষপত্তি করতে ব্যর্থ হয় (যা ডিউটি অব কেয়ার অপরাধ হিসাবে পরিচিত) তাদেরকে সর্বোচ্চ ৬০০ জরিমানা করা হবে, যা আগে ছিলো ২০০ (প্রারম্ভিক ডিসকাউন্ট পেমেন্ট ৩০০ পাউন্ড)।

নতুন, বর্ধিত জরিমানা ২০ মে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য, কাউন্সিলের কেবিনেট ২৭ মার্চ ২০২৪-এ ফিক্স প্যানালটি নোটিশ জরিমানা বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করে।

কাউন্সিল উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং ক্লিনজিং পরিষেবাগুলিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। এপ্রিল মাসে লিটার এবং গ্রাফিতির স্বাধীন পর্যবেক্ষণ শুরু হয়, 'কিপ ব্রিটেন টাইডির সাথে অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, এখন বর্ধিত জরিমানা সহ আমরা পরিবেশগত অপরাধের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন শুরু করেছি। আমরা জানি ফ্লাই-টিপিং, লিটারিং এবং গ্রাফিতির মতো অপরাধগুলি আমাদের বরোকে প্রভাবিত করে এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান এবং তহবিল ব্যয় হয়। এই ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী যে কেউ, তা ব্যক্তি হোক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এখন থেকে তারা কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে। কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে, আমরা এই বার্তা পাঠাচ্ছি যে এই অসামাজিক অপরাধগুলি আমাদের বারাতে সহ্য করা হবে না।

পরিবেশ ও জলবায়ু জরুরী বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শফি আহমেদ বলেছেন, টাওয়ার হ্যামলেটস জুড়ে সর্বসাধারণের স্থানগুলোকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের একটি হিসেবে ফিক্সড পেনালটি নোটিশ এর জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি।

আমরা আমাদের বর্জ্য পরিষেবার উন্নতি, পুনর্ব্যবহার করার হার বৃদ্ধি এবং বারার রাস্তা ফুটপাতগুলো আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। এই সমস্ত পরিবেশগত উন্নতি গুলো বাসিন্দাদের সন্তুষ্টি বাড়াবে এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলির জন্য ব্যয়িত অর্থের মূল্যমান নিশ্চিত করবে। বাসিন্দারা কিভাবে দায়িত্বশীল ভাবে বর্জ্য ফেলবেন, সে সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পেতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। যেসকল ব্যবসায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চান, তারা ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেন কি কোনো দুর্যোগ

ওয়েবসাইটে আপৎকালীন টর্চলাইট, টিনজাত মাংস, পানির বড় বোতলসহ বিভিন্ন শুকনো খাবার মজুত করার পরামর্শ দিয়েছে প্রিপেয়ার ক্যাম্পেইন নামের ওয়েবসাইটে। সেখানে মূলত জৈব নিরাপত্তাসংকট, বন্যা, বিদ্যুৎ-জ্বালানির সংকট কিংবা যেকোনো ধরনের অতিমারি মোকাবিলার জন্য এ ধরনের খাবার-পানি ও সরঞ্জাম মজুতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ওয়েবসাইটে ব্রিটিশ পরিবারগুলোকে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অন্তত গড়ে ৩ লিটার করে পানি মজুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে আরও আরামদায়ক জীবনযাপন, রান্না ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতের জন্য জনপ্রতি অন্তত ১০ লিটার করে পানি মজুতের সুপারিশ করা হয়েছে।

পানির পাশাপাশি শুকনো ও অপচনশীল খাবার, যা রান্নার প্রয়োজন নেই যেমন টিনজাত মাংস, শাকসবজি, ফলমূল এবং শিশুদের ও পোষা প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সংরক্ষণের পরামর্শও দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এ ছাড়া, টিনজাত খাবার খোলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও টিনের সঙ্গেই মজুত থাকতে হবে। এর বাইরে টর্চের জন্য ব্যাটারি, ওয়েট টিস্যু, রেডিও এবং ফার্স্ট এইড কিটও মজুত রাখতে হবে।

ব্রিটিশ উপপ্রধানমন্ত্রী এই ওয়েবসাইটের বিষয়ে গত বুধবার লন্ডন ডিফেন্স কনফারেন্সে দেওয়া এক ভাষণে জরিপের বরাত দিয়ে জানান, ব্রিটেনের মাত্র ১৫ শতাংশ পরিবারে জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম মজুত আছে। এ ছাড়া দেশের ৪০ শতাংশ পরিবারে তিন দিন চলবে এমন অপচনশীল খাদ্যের মজুত নেই।

এ সময় অলিভার ডাউডেন জানান, এই ওয়েবসাইট কেবল মানুষকে খাদ্য-পানি বা অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত করতেই উৎসাহিত করবে না, বরং মানুষকে বিভিন্ন দুর্যোগ-সংকটের সময় কী কী করণীয়, সে বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে।

সিলেটে নতুন গৃহকর বাতিলের

নোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন গৃহকর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে পুরোনো ২৭টি ওয়ার্ড ও নতুন ১৫টি ওয়ার্ডসহ ৪২টি ওয়ার্ডের হোলডিংগুলোতে গৃহকর পুনর্নির্ধারণের জন্য 'রিঅ্যাসেসমেন্ট' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'আমি বারবার বলেছি, জনগণের জন্য অকল্যাণ হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত আমি নেব না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব তাঁদের মতামতকে মূল্যায়ন করার। জনগণ ও কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে চলমান অ্যাসেসমেন্ট বাতিল করে নতুন করে রি-অ্যাসেসমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলনে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান ও কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেয়র আরও জানান, নতুন গৃহকর বাতিল করা হলেও ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বকেয়া গৃহকর আদায় অব্যাহত থাকবে। বকেয়া গৃহকর প্রদানের জন্য নগরবাসীকে অনুরোধ জানান তিনি।

নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপ

সুনাক। ২০২২ সালের অক্টোবরে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কনজারভেটিভদের এমপিরা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মুখে পড়তে হচ্ছে সুনাককে। লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না সুনাকের কাছে। বর্তমানে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ঋষি সুনাকের দলের চেয়ে স্যার কিয়ার স্টারমারের লেবার পার্টি ২০ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে।

বুধবার নিজ দলের প্রতি ভোট চেয়ে ঋষি সুনাক বলেন, এই নির্বাচন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে, যখন বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তিনি এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি তাঁর প্রচারের মূল বিষয় করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ ছাড়া আগাম নির্বাচন হলে সুনাক তাঁর কিছু আপাতসফলতার কথা প্রচারের সুযোগ পাবেন। এর একটি হলো মুদ্রাস্ফীতির এখনকার হার।

এদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন-সে প্রশ্নে ঋষি সুনাক বলেন, 'জুলাই মাসের ৫ তারিখে আমি অথবা স্যার কিয়ার স্টারমারের যেকোনো একজন প্রধানমন্ত্রী হব।' তিনি আরও বলেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহ আমি প্রতিটি ভোটের জন্য লড়াই করব। আমি আপনাদের আস্থা অর্জন করব।'

নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে-পরে লেবার পার্টিসহ অন্যরা বারবার বলবে, পরিবর্তন দরকার। আর এটা পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত সময়। এর বিপরীতে কনজারভেটিভরা বারবার ভোটারদের একটি কথাই বলবে, যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি যা চান, সেটা নিয়ে সতর্ক থাকুন।

যুক্তরাজ্যের আগাম নির্বাচনে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত, জনমত জরিপের ফল সত্য প্রমাণ করে সরকার বদলে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। সেটা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের একটি হতে পারে।

‘ফ্রিডম অব দ্য সিটি’ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত

বছর ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে। চ্যারিটি কার্যক্রমে ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য তাকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গ্রেটার ম্যানচেস্টারে ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে মিজানুর রহমানই প্রথম এই গৌরব অর্জন করেন।

গত ২৮ মে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় লন্ডন সিটি কাউন্সিলে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এসময় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বেলা ২টায় তাঁর সম্মানে হোয়াটচ্যাপলের ফিস্ট এন্ড মিস্টি রেস্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা এবং মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ফারহান মাসুদ খানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সায়েফ উদ্দিন খালেদ, বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু, লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, বিবিসিসিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট বশির আহমাদ, বিসিএর প্রেসিডেন্ট ওলি খানসহ কমিনিটির নেতৃবৃন্দ।

জানা যায়, ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন অ্যাওয়ার্ড ১২৩৭ সাল থেকে চালু হয়। সেই হিসাবে এই অ্যাওয়ার্ড ব্রিটেনের একটি অন্যতম পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী অ্যাওয়ার্ড। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ইতিপূর্বে এই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। জন ক্যারি, ভান মরিসন, ড্যামি মারি পিটার্স, শাবানা আজমি, লর্ড মেয়র প্রফেসর মাইকেল ম্যানেলিলি, হাইড-স্টেলিব্রিজের এমপি জে ানাথান রেনালড প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মিজানুর রহমান মিজান গত ২৫ বছর থেকে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাথে সাংবাদিকতায় যুক্ত রয়েছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাংলা টিভি ও তারপর থেকে চ্যানেল এস এ তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছেন।

মিজানুর রহমান মিজান বাংলাদেশের ক্রীড়াজ গতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সিলেট পাইলট স্কুলে থাকাকালীন সময় থেকে হকি খেলা শুরু করেন। মৌসুমী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। দীর্ঘদিন সিলেট মৌসুমী ও জেলা দলের হয়েও খেলেছেন তিনি। ১৯৮২ সালে খেলোয়াড় হিসাবে ঢাকা মোহামেডানে যোগ দেন। দুই বছর মোহামেডানে খেলার পর আবাহনীতে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে খেলেছেন।

তিনি সিলেটের মিরাবাজার, আগপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ১৯৯১ সালে দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে এসে গ্রেটার ম্যানচেস্টারের ডাকিনফিলডে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন।

বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মিজান বাল্যকাল থেকেই নিজেকে চ্যারিটি কর্মকান্ডে যুক্ত রেখেছেন। লন্ডনে ২০০৬ সালে আগপাড়া মসজিদের তহবিল সংগ্রহ করেন, তারপর ২০০৭ সালে জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন গঠন করে দেশে বিদেশে আর্ত মানবতার কল্যাণে কাজ করে আসছেন। ২০১২ সালে সিলেটের গোয়াইনঘাটে জ াস্ট হেল্প আই হসপিটাল নির্মাণ করে দুঃস্থ মানবতার সেবায় একটি কার্যকর অবদান রাখেন। বর্তমানে সিলেট প্রাইড রোটারীর সাথে যৌথ পরিচালনায় হসপিটাল পরিচালিত হচ্ছে। স্কুল জীবন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি শতাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে মিজানুর রহমান এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি আমার এই সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আ দায় করি। আল্লাহ আমাকে মানবতার জন্য কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাকে যিনি এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেট করেছেন, তাকে আ মি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্খীসহ ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন কমিউনিটির সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া জাষ্ট হেল্প ফাউন্ডেশনকে এতদুর এগিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা আমাকে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে রাখবেন, ততদিন আমি আ র্ত মানবতার সেবায় কাজ করে যাবো। এজন্য তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

লেবার লীডারের সাথে লড়বেন ওয়াইস

ইসলাম। তিনি এই আসনে লেবার লিডার স্যার কেয়ার স্টারমারের সাথে লড়বেন। মুলত গাজায় ইসরাইলী আগ্রাসন ও হাজার হাজার মানুষ হত্যার পক্ষে লেবার লীডারের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতেই এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।

তিনি গত ২৭ মে সোমবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষনা দিয়ে নির্বাচনে কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা পরামর্শ কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেমডেন কমিউনিটি লিডার ও প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন কো-চেয়ার লুসা সালিসেস, সোমালিয়ান সিজফায়ার ক্যাম্পেইন চেয়ার মোহাম্মদ ফালাহ, মনটেনিগো গাজা সিজফায়ার ক্যাম্পেইন লিডার মি. মিরু, ব্রিটিশ বাংলাদেশী চেম্বার অব কর্মাসের সাবেক সভাপতি বশির আহমদ ও কেমডেন কমিউনিটি লিডার মাকসুদ আ হমদ।

ওয়াইস ইসলামের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায়। লন্ডন গিলহল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে ব্যাচেলর ডিগ্রী করার পাশাপাশি লন্ডনের বিখ্যাত কুইনমেরী ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পাবলিক পলিসির ওপর মার্স্টাস সম্পন্ন করেছেন । লেখাপড়া শেষে নাটওয়েস্ট ব্যাংক হেড

অফিসে ই-কমার্স এন্ড মোবাইল ফোন ব্যাংকার হিসেবে তিনি ক্যারিয়ার শুরু করেন ।পরবর্তীতে তিনি হোম অফিসের হাইয়ার এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে ল-এনফোর্সমেন্ট এডভাইজার হয়ে কাজ করেন।

২০০৬ সালে ওয়াইস ইসলাম টাওয়ার হ্যামলেটস বারার হোয়াইটচাপেলে ওয়ার্ড থেকে রেসপক্ট পার্টির হয়ে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পেনশন এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়ে ৭শত মিলিয়ন পাউন্ডের বিরাট বাজেটের ফান্ড তদারকি করতে সহায়তা করেন । ২০০৮ সালে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রথম বাঙালি অলিম্পিক এম্বেসেডর মনোনীত হন । ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার কাউন্সিলার হিসেবে প্রতিটি নাগরিক সমস্যায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন।

একজন হিউম্যান রাইটস একটিভিস্ট হিসাবে ওয়াইস ইসলাম ইরাক যুদ্ধের বিপক্ষে তার অবস্থান কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচিত হয়। পরবর্তী সময়ে নির্যাতিত ফিলিস্তিনের পক্ষে সর্বদা তাঁর কর্মকা– পরিচালিত হয়েছে ।শুধু ফিলিস্তিন নয়, আফগানিস্তান যুদ্ধের সময়ও তিনি প্রতিবাদ সমাবেশ এবং বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান। মায়ানমারের আরাকানে মুসলমানদের হত্যার প্রতিবাদ এবং চায়নায় উইগুর মুসলমান হত্যার প্রতিবাদসহ যেখানে মুসলমানরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন সেই সময়ে ওয়াইছ ইসলামের ভূমিকা ছিল সর্বদা ন্যায় বিচারের পক্ষে।

উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ওয়াইছ ইসলাম বলেন, গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলা যখন শুরু হয় গত বছরের অক্টোবরে তখনই আমি যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়ে সমবেত হয়ে ভূমিকা পালন করি। তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় সিজফায়ারের বা যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে মত না দিয়ে ইসরাইলিদের হামলাকে লেবার লিডার স্যার কিয়ার স্টমারের সর্মথনকে সবার মতো আমিও মর্মাহত হয়েছি। লেবার লিডার স্যার কিয়ার স্টারমার হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসন থেকে নির্বাচিত, এই এলাকার বেশিরভাগ ভোটার মুসলিম। এখানকার বাংলাদেশী এবং সোমালিয়ানরা দাবী করে আসছিলেন সিজ ফায়ারের পক্ষে তাদের এমপি সংসদে ভূমিকা পালন করুক। কিন্তু তিনি ভোটারদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে অক্ষম হয়েছেন বিধায় ভোটারদের সমর্থন হারিয়েছেন।

তিনি বলেন, গত অক্টোবরে গাঁজায় হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর বেশির ভাগই নিরপরাধ মহিলা ও শিশু। ৮০ হাজার মানুষ বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন এবং বাস্তুহারা হয়েছেন প্রায় দুই লাখ মানুষ । এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে পার্লামেন্টে মোশন আসা সত্ত্বেও লেবার লিডারের পক্ষে ভোট না দিয়ে তার এমপিদের ভোট দানে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । এর প্রতিবাদে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ বন্ধে একজন হিউম্যান রাইট এক্টিভিস্ট হিসেবে আমি ক্যামডেনে গাজা সিজফায়ার এসোসিয়েশন (সিজিসিএ) গঠন করি। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বিরোধী দলীয় প্রধান হিসেবে স্যার কিয়ার স্টমারের ভূমিকা ছিল ইজরাইলের পক্ষে এবং ফিলিস্তিনের বিপক্ষে যা মানবতা এবং হিউম্যান রাইটসের বিরোধী । তাছাড়া তিনি এলবিসি রেডিওতে গিয়ে বলেছিলেন ইসরাইলের রাইট রয়েছে পানি বিদ্যুত, খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া । যা মানবতার বিপক্ষে বলে আমি মনে করি।

লেবার লিডারের এমন কর্মকান্ডে আমরা ক্যামডেনে গাজা সিজফায়ার এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে অনেক প্রতিবাদ সমাবেশ করে এর তীব্র প্রতিবাদ করলেও তিনি কর্ণপাত করেননি বরং তিনি এবং তার দল ইসরাইলকে নির্লজ্জভাবে সাপোর্ট করে আসছেন । আপনারা জানেন এই এলাকা থেকে বাঙালি এবং সোমালিয়ান মুসলিমদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বারবার ।আমরা তাঁকে নির্বাচিত করেছি । তবে তিনি সেখানকার ভোটারদের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেননি । বরং তাদের মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন । তাই এই আসনে আমি নির্বাচন করার জ ন্য ঘোষনা দিয়েছি ।

তিনি লিখিত আরো বক্তব্যে বলেন, আগামী নির্বাচনে আমাদের কমিউনিটি সকলে যদি এক হয়ে আমার পক্ষে কাজ করেন এবং ভোট প্রদান করেন তাহলে আ মার পাশ করার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে । এই আসনে প্রায় ৭২ হাজার ভোট রয়েছে। এই ৭২ হাজারের মধ্যে প্রায় প্রায় ৩২ হাজার ভোট রয়েছে মুসলিমদের। তাই আমরা যদি মানবতার পক্ষে, গাজার পক্ষে, যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ভোট প্রদান করতে পারি তাহলে বিজয় সম্ভব। তিনি আরো বলেন, এলাকায় নানা সমস্যায় এখানকার বাসিন্দারা । বিশেষ করে হাউজিং সমস্যা মারাত্মক আ কার ধারণ করেছে। নতুন হাউজ বিলড না হওয়ায় ক্রমশ বাসিন্দারা ওভারক্রাউডের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। আমার নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকবে কাউন্সিল হাউজ নির্মাণ, হেলথ সার্ভিসে কাজ করা, ক্রাইমকে কন্ট্রোলের মধ্যে আনা, বেটার পুলিসিং সার্ভিস আরো জোরদার করা, কষ্ট অব লিভিং, বেকারদের কর্মসংস্থান, ট্রেনিং এবং গ্রীন এলাকাসহ অন্যান্য বিষয়গুলো আমার অগ্রাধিকারে থাকবে।

আসন্ন নির্বাচনে আমাকে ভোট দিয়ে, পরামর্শ এবং সহযোগিতা করে নির্বাচিত করার আহ্বান জানাচ্ছি । আশা করি আমি নির্বাচিত হলে এলাকার জনগণের আ শা আকাঙ্ক্ষা বিশেষ করে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলতে পারবো।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পক্ষ হস্তক্ষেপের লক্ষণ

নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপ ঠেকাতে সুনাককে আহ্বান

দেশ ডেস্ক, ৩১ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের আগামী ৪ জুলাইয়ের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিদেশি হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে প্রস্তুত থাকতে বলেছে পার্লামেন্টের নিরাপত্তা কমিটি। গত ২৪ মে শুক্রবার কমিটির পক্ষ থেকে এ সতর্কতা জারি করা হয়।

সুনাককে দেওয়া এক চিঠিতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিক জয়েন্ট কমিটির (জেসিএনএসএস) চেয়ারম্যান মার্গারেট বেকেট লিখেছেন, চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের লক্ষণ দেখা গেছে। এর আগে ২০১৯ সালের যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ঘটনা খুঁজে পেয়েছিলেন

নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। চীনও এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, যুক্তরাজ্যকে অবশ্যই বিদেশি হস্তক্ষেপের আশঙ্কার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ হস্তক্ষেপের মধ্যে সাইবার আক্রমণ, আইনপ্রণেতাদের ব্ল্যাকমেল, অনলাইনে ভুয়া তথ্য ছড়ানো; যার মধ্যে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ডিপফেক বা ভুয়া ভিডিও তৈরি এবং বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বিভাজন বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয়। ওই কমিটির পরামর্শ হচ্ছে সরকারের উচিত জনগণকে ভুল তথ্য শনাক্ত করতে এবং নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি স্থানীয় নির্বাচনে বিরোধী দলের কাছে ব্যাপক হারের পর চাপের মুখে আগামী ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

চ্যারিটি কার্যক্রম ও সাংবাদিকতায় বিশেষ স্বীকৃতি

‘ফ্রিডম অব দ্য সিটি’ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন মিজানুর রহমান

খালেদ মাসুদ রনি:
ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিবিসিসিআই) পরিচালক ও নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা জাস্ট হেল্প ফাউন্ডেশন ইউকে’র চেয়ারম্যান ও আই হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস এর ম্যানচেস্টার ব্যুরো চিফ মিজানুর রহমান মিজানকে এ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসন

লেবার লীডারের সাথে লড়বেন ওয়াইস ইসলাম

দেশ ডেস্ক, ২৮ মে ২০২৪ : আগামী ৪ই জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বৃটেনের জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লন্ডনের ক্যামডেনের হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসনে নির্বাচন করার ঘোষনা দিয়েছেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ ওয়াইস ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk